৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ০৬ আষাঢ় – ১২ আষাঢ়, ১৪৩২ ঃ ২১ জুন – ২৭ জুন, ২০২৫ Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 34, 21 June - 27 June, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আহমেদবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার অভিঘাত

ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। পাখির ধাক্কা, যান্ত্রিক গোলযোগ সহ উঠে আসছে নানা সম্ভাবনার আশঙ্কা। মৃত্যু শোকাচ্ছন্ন করেছে সারা ভারতবর্ষকে।

রবিবার : জিএসটি ছাড়াই সোনা পৌঁছালো ১ লক্ষ টাকার উপরে।

এখানেই যে থেমে থাকবে তা কেউ হলফ করে বলতে পারছে না। প্রতিদিন কমছে ক্রেতা। কপালে হাত কারিগর থেকে ব্যবসায়ীদের। যুদ্ধ সোনার দাম আরও বাড়াবে বলেই মনে করছে অভিজ্ঞ মহল।

সোমবার : ফের আকাশে আতঙ্ক। যাত্রী সহ কেদারনাথ থেকে

গুপ্তকাশীতে ফেরার পথে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার। চালক সহ মৃত মোট ৭ জন। ভোরে গৌরীকুণ্ডের জঙ্গলে ভেঙে পড়ে বেসরকারি সংস্থার বেল ৪০৭ হেলিকপ্টারটি।

মঙ্গলবার : ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেল খিদিরপুরের শতাব্দী

প্রাচীন অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট। গভীর রাতে লাগা আগুনে ছাই হয়ে গেল প্রায় ১৩০০ দোকান। ক্ষতি হল কয়েকশো কোটি টাকার। দমকলের বিরুদ্ধে গাফিলতির নানা অভিযোগ জানান দোকানদাররা। অনেকের দাবি, পরিকল্পনা করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই বাজার।

বুধবার : সংরক্ষণের জন্য বাম সরকারের তৈরি ২০১০ সালের

ওবিসি তালিকা আদালত বাতিল করেছিল আগেই। এবার তাড়াহুড়ো করে নিয়ম না মেনে করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ২৪ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেল তৃণমূল সরকারের তৈরি ওবিসি তালিকাও।

বৃহস্পতিবার: গরমিল ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় প্রয়োজনে

বিশেষ শর্ত আরোপ করে পশ্চিমবঙ্গে ফের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প চালু করতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

শুক্রবার: এতদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পুরসভা থেকে মিলত

জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট। এবার তার উপর বসানো হল প্রশাসনের নজরদারি। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে এখন থেকে সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিকদের অনুমোদন নিতে হবে। সবজান্তা খবরওয়ালা

কোন পথে পশ্চিমবঙ্গ

ওঙ্কার মিত্র

বিশ্বে ইসরায়েল–ইরান যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করছে, ভারতে যখন দুশ্চিন্তা বাড়ছে জ্বালানি তেল নিয়ে, সোনার দাম যখন বেলাগাম, শেয়ার যখন ক্রমশঃ নামছে তখন পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে অপরাধ, বাড়ছে রাজনীতির মান। আকথা কুকথার রাজনীতি যত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ততই আদালতে ধাক্কা খাচ্ছে প্রশাসন। অনুব্রত, উদয়নদের প্রশ্রয় খুলে দিয়েছে রাজনীতির হাইড্রেন। সেই খোলা মুখ দেখা যাচ্ছে মহেশতলা, খিদিরপুর, বজবজে। কিন্তু এই দুর্গন্ধ ছড়িয়েও আটকানো যাচ্ছে না অস্বস্তি। এসএসসি, ডিএর পর এবার ভাতা। সবেতেই চড় থাপ্পড় এসে পড়ছে সরকারের ঘাড়ে। নাকের কাছে খোলা তরোয়ালের মত ঝুলছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলা। যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল, এই অস্বস্তিটা আসলে কার। নেতাদের না আমলাদের। ভেবে ভেবে ঘাম ঝরছে বঙ্গবাসীর।

এত অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ ১০০ দিনের প্রকল্পে দেখা দিয়েছে একটুখানি আলো। সৌজন্যে সেই আদালত। দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের অপরাধে তিন বছর ধরে আটকে থাকা বাংলার কাজের গ্যারান্টি প্রকল্প শর্ত সাপেক্ষে চালুর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে যে প্রকল্পে বঞ্চনা নিয়ে এত রাজনীতির টানাপোড়েন, দিল্লিতে দৌড়োদৌড়ি তাতে জট কাটায় যতটা খুশি হওয়ার কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তা কিন্তু হতে পারছে না তারা। আদালত নির্দেশিত শর্তের শর্তে এই প্রকল্পে বাড়তে পারে কেন্দ্রের খবরদারি। প্রধানমন্ত্রীর ও গ্রমোন্নয়ন মন্ত্রকের আলোচনা সূত্রে মিলছে সেই ইঙ্গিত। এবার হয়তো রাজ্যের নাগাল এড়িয়ে টাকা যাবে সরাসরি জব কার্ড হোল্ডারদের আকাউন্টে। এভাবেই কাঁটার পর কাঁটা রাজ্যের চলার পথকে রক্তাক্ত করে চলেছে প্রতিদিন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন, শাসক দল কি ইচ্ছা করে কন্টকিত করে তুলছে তার পথকে। একটা অরাজকতা তৈরি করে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে পেতে চাইছে সহানুভূতি নাকি অযোগ্য প্রশাসনের কাজকর্মে ও নিজেদের গোষ্ঠী দ্বন্দে এই ডামাডোল তৈরি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি তাঁর পরিবহন মন্ত্রীকে ধমকেছেন তাঁকে না জানিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য। জালিয়াতি আটকাতে পঞ্চায়েত, পুরসভার হাত থেকে নিয়ে নিতে হয়েছে জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল প্রশাসনের অন্দরে সক্রিয় শাসক বিরোধী শক্তি। এসব কিন্তু অশনি সংকেত।

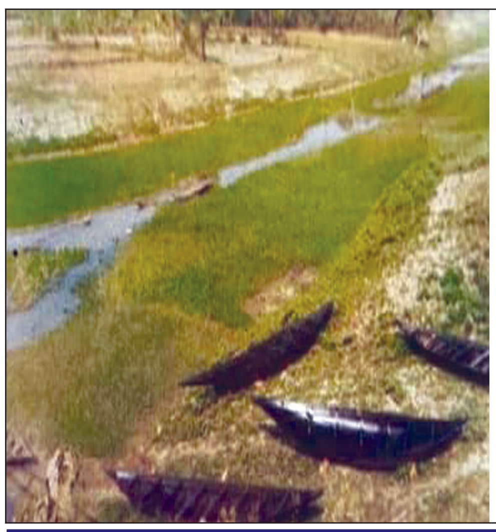

সংস্কারের অভাবে

মৃত্যুমুখে ইছামতী

একসময় নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা–প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এখন অবস্থা কেমন? ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সে কথাই জানাচ্ছেন কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জীবন যাত্রার এক অন্যতম মাধ্যম ছিল ইছামতী নদী। কিন্তু বছরের পর বছর সংস্কারবিহীন হয়ে পড়ে থাকায় সেই ইছামতী আজ মরণাপন্ন। স্থানীয় ইতিহাস অনুযায়ী নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত মাজদিয়ার পাবাখালিতে চূর্ণি ও মাথাভাঙা নদীর সংযোগস্থল থেকে জন্ম হয় ইছামতীর। তারপর প্রায় ২১০ কিমি বিস্তৃত হয়ে উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদে ধামসা ও কালিন্দি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। মাজদিয়ার স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দারা জানান, অতীতে এই নদীতে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী নৌকো, লঞ্চ ইত্যাদি চলত। কিন্তু বর্তমানে ইছামতী তার উৎসমুখ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অথচ প্রায় ৫ দশক আগেও এখানে জোয়ার ভাঁটা খেলত। আজ তাদের কাছে সেসব কেবল স্মৃতি। উৎসমুখ পাবাখালি থেকে ফতেপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৯ কিলোমিটার ইছামতীর নদীপথ আজ একেবারে জলশূন্য। মাজদিয়ার কুলের ঘাট দিয়ে রীতিমত রাস্তা হয়েছে। সেখান দিয়ে গাড়িঘোড়া পর্যন্ত চলছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাসিন্দারা তা ব্যবহার করছেন। এমনকী শুকিয়ে যাওয়া এই নদীর বুকে বাড়িঘর বানিয়েও বসবাস করছেন অনেকেই।

কিন্তু উৎসমুখে ইছামতীর এই হাল হল কি করে? এ প্রসঙ্গে ইছামতী নদী সহায়তা কমিটির উত্তর ২৪ পরগণা জেলার প্রাক্তন কো–অর্ডিনেটর ও আঞ্চলিক গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্থানীয় মতে, ব্রিটিশ আমলে পাবাখালিতে ইছামতীর উপর একটি রেল ব্রিজ নির্মিত হয়েছিল। ১৯১০ সালে রেল সেতুটির সংস্কার করার সময়ে নদীতে বড় বড় বোল্ডার ফেলা হয়েছিল। যা আর তোলা হয়নি। এমনকী জলের চাপ সামলাতে একটি গার্ডওয়াল দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে নদীর বুকে পলি জমতে জমতে উৎসমুখ জলশূন্য হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বাম আমলে নদীর জমি পাট্টা হিসেবে বিলি করা হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

নির্বিকার বিদ্যালয় পরিদর্শক

খসে পড়ছে দেওয়াল এভাবেই চলছে বেহাল স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : নিম্নচাপের জেরে বেশ কয়েকদিন ধরেই পুরো দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তার সমস্যায় পড়েছে বাঁকুড়ার ছাতনা বৈদ্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বিদ্যালয়ের দেওয়াল চুঁইয়ে জল পড়ছে। দেওয়ালের একাধিক স্থানে ধরেছে ফাটল। বেহাল অবস্থা মিড ডে মিলের রান্নাঘরেরও। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই বাধ্য হয়ে রান্না করতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রান্নার দায়িত্বে থাকা কর্মী। অন্যদিকে ভিজে দেওয়ালে হাত দেওয়ার ফলে ইলেক্ট্রিক শক খাচ্ছে পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ের এই বেহাল অবস্থায় পড়ুয়া থেকে শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই আতঙ্কিত।

এই বৈদ্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ১০১ জন। বিদ্যালয়ে ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন শিক্ষিকা। কিন্তু বিদ্যালয়ের এহেন অবস্থার কারণে স্কুলমুখী হতে চাইছেনা পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ের ৪টি শ্রেণীকক্ষের মধ্যে ব্যবহারের যোগ্য ২টি একটি শ্রেণিকক্ষেই ভিজে মেঝেতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে গুটিকয়েক বাচ্চা নিয়েই চলছে নিয়মিত পাঠদান। অন্য আরেকটি রুম প্রধান শিক্ষকের কক্ষ।

এরপর দুয়ের পাতায়

দীর্ঘ হচ্ছে আশাহতদের তালিকা

বারাসত মেডিকেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত জেলা হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে উন্নীত হওয়ায় আশা করা গিয়েছিল অবস্থার পরিবর্তন হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের আশা সেই দুরাশাই রয়ে গেল, বলে মন্তব্য করলেন বারাসত মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের কয়েকজন কর্মী। মঙ্গলবার বারাসত নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একাধিক দাবিতে বারাসত মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের এমএসভিপি ডা. অভিজিৎ সাহাকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বলে জানালেন সংগঠনের সম্পাদক লুৎফার রহমান। প্রায় শতাধিক মানুষ মেডিকেল কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পর ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। অভিজিৎ সাহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন সাধারণ মানুষ। তাদের অভিযোগ, তিনি ঠিকমত কর্তব্য পালন করেন না।

এরপর দুয়ের পাতায়

সুকান্তকে ঘিরে তুলকালাম

কুনাল মালিক

বজবজ

১৯ জুন বিকালে দক্ষিণ শহরতলীর বজবজের হালদার পাড়ায় এক আহত বিজেপি কর্মীকে দেখতে গিয়ে বিশাল বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত, ওই আহত বিজেপি কর্মীর নাম জয়দেব দত্ত। গত বুধবার বজবজ ১ নং ব্লকে সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত হলে তাকে শাসক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিরা ব্যপক মারধর করে বলে অভিযোগ করে বিজেপি। হালদারপাড়া ঢোকার মুখে সুকান্ত মজুমদারের কনভয়ের দুদিকে প্রচুর পুরুষ এবং মহিলারা জমায়েত করে তাঁর উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পাশাপাশি জুতো, ইঁট, বোতল ছুড়তে থাকে। অনেক মহিলা জুতো হাতে তার উদ্দেশ্যে চোর বলেন এবং ১০০ দিনের টাকা ফেরতের দাবি তোলেন। বিজেপির যে সমস্ত মহিলা নেত্রী কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকেও চুলের মুঠি ধরে ব্যাপকভাবে প্রহার করা হয়। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাদেরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। এক বিজেপি মহিলা কর্মী মাথায় ইঁট লেগে আহত হন। প্রচুর পুলিশ ও র‍্যাফ থাকা সত্ত্বেও মারমুখী উদ্ধত জনগণ তাদের বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। আহত বিজেপি কর্মী জয়দেব দত্তকে দেখে বের হবার পর কোনওরকমে পুলিশ সুকান্ত মজুমদারকে তাঁর গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পারাপার করিয়ে দেন। সুকান্ত মজুমদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'এই তো ডায়মন্ডহারবার মডেলের অবস্থা, গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই। আমি আমার কোন আহত কর্মীকে দেখতে আসতে পারবো না? এটা একটা ঘোষিত কর্মসূচি, পুলিশ সবই জানতো কিন্তু আজকে পুলিশ এখানে প্রায় নির্বিকার থেকে গেল।

এরপর পাঁচের পাতায়

মঙ্গলের বছরে আর কত বিপর্যয় ঘটবে

কৃষ্ণ শাস্ত্রী

২০২৫ সালের প্রথম থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে নানা বিপর্যয় ঘটে চলেছে অবিরত। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় অগ্নিকাণ্ড এবং পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু, তুরস্কের ভূমিকম্প, পহেলগাঁয়ে ২৬ জন মানুষের মৃত্যু জঙ্গি হানায়, ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিধ্বংসী সব অগ্নিকাণ্ড, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, আহমেদাবাদে প্লেন দুর্ঘটনায় প্রচুর মানুষের মৃত্যু,

কেদারনাথে সে ২ মাসে পর পর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত মানুষজন সহ মধ্যপ্রাচ্যে এখন চলছে জোরদার লড়াই। ২০২৫–এ এত বিপর্যয় কেন? এই প্রশ্নে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষ এবং তন্ত্র সম্রাট তপন শাস্ত্রী জানাচ্ছেন, ২০২৫ সংখ্যাগুলো যোগ করলে দাঁড়াবে ৯। এই সংখ্যাটি হল মঙ্গলের প্রতীক। মঙ্গল একটি অগ্নিকারক গ্রহ যা ভূমিকে নির্দেশ করে। গত ৭ জুন নিচস্ত অবস্থা থেকে মঙ্গল এখন সিংহে অবস্থান করছে উচ্চস্থানে। নিচস্ত অবস্থায় থাকাকালীন প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটেছে গোটা পৃথিবী জুড়েই। বর্তমানে উচ্চস্থানে অবস্থান করলেও যুক্ত হয়েছে কেতু।

এরপর দুয়ের পাতায়

ঘরছাড়াদের মিছিলে ফিকে আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবস

প্রণব গুহ

মাত্র ১ দিন আগে শুক্রবার পেরিয়ে এলাম আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবস। ১৯৫১ সালের শরণার্থীদের অবস্থান সম্পর্কিত কনভেনশনের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০১ সালের ২০ জুন প্রথম এই দিবসটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী শরণার্থী সংকটের স্থায়ী সমাধান খুঁজে বেড় করার এবং সমস্ত বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য একটি নিরাপদ স্থান প্রদানের আশায় প্রতিবছর এই দিনটি পালন করা হয়। ২০২৫–এর আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবসের থিম শরণার্থীদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন।

বিষয়টা কেমন হাস্যকর মনে হয়। যে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব এই সংহতির কথা বলছে তারাই আবার তাদেরই ক্ষমতার অহংকারে সংঘটিত আভ্যন্তরীণ বিবাদ, দাঙ্গা, যুদ্ধের ফলে প্রতিদিন তৈরি করছে হাজার হাজার শরণার্থী। কেউ ভাবছে না তাদের অধিকারের কথা। বাঙালি হিসাবে এ বড় বেদনার কারণ শরণার্থী কথাটার কি যন্ত্রনা বাংলা ছাড়া আর কে বেশি জানে! ১৯৪৬ এর নোয়াখালী দাঙ্গা, ১৯৪৭ এর দেশভাগ, ১৯৬৪ এর পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৭১র বাংলাদেশ যুদ্ধ, ১৯৭৯র মরিচঝাঁপি হত্যাকাণ্ড বাঙালি হিন্দুদের নিশ্চিন্ত জীবন কিভাবে ওলটপালট করে দিয়েছিল তা আজ ইতিহাস। সব মিলিয়ে কয়েক কোটি বাঙালি হিন্দু নিকৃষ্টতম

জীবন ধারণে বাধ্য হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধান চন্দ্র রায় কিছুটা সামাল দিলেও সুষ্ঠ পুনর্বাসনে ব্যর্থ হন প্রফুল্ল সেন। জ্যোতি বসুরা তো শরণার্থীদের নিয়ে রাজনীতি করে ক্ষমতায় এসে তাদের উপরেই লাঠি, গুলি চালিয়েছেন।

বাংলার এই শরণার্থী যন্ত্রনা হয়ত সময়ের আস্তরণে আজ অনেকটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রতিদিন নতুন করে তৈরি হচ্ছে বাংলা। এ বাংলার নতুন প্রজন্মের কাছে শরণার্থীদীর্ণ বঙ্গভূমির ছবিটা হয়ত স্পষ্ট নয় কিন্তু সুদান থেকে ইউক্রেন, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র থেকে গাজা, ইরান থেকে ইসরায়েল পর্যন্ত সংঘাত বন্ধে চরম ব্যর্থতা অবর্ণনীয় দুর্ভোগ তৈরি করে চলেছে তাদের নতুন প্রজন্মের কাছে। বিশ্বব্যাপী ১২ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ তাদের ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। প্রতিদিন এই সংখ্যা বাড়ছে। তবুও গুলি উড়ে যাওয়ার এবং ক্ষেপণাস্ত্র বৃষ্টির সময় যে নিরীহ মানুষরা জীবনের জন্য দৌড়োচ্ছে তাদের মানবিক সাহায্যে নৃশংস কাটছাঁট মরিয়া পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলছে।

প্রশ্ন হল, এসব বুঝছে কে। কে বুঝছে বিচ্ছিন্নতাবাদী, ধর্মীয় জঙ্গিরা আসলে শরণার্থী তৈরির বড় কারিগর। ধর্মের গোঁড়ামি, আধিপত্য, আরও আরও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র মানুষকে বেঘর করার হাতিয়ার। আমরা যারা প্রতিদিন চেষ্টা করি নিজের জন্য একটা ঘর বানাবার সে ঘর ফেলে পালাবার যন্ত্রনা কে বুঝছে। জানা নেই আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবসের আবেগ কাউকে এসব কথা বোঝাতে সক্ষম হবে কিনা। তবে চেষ্টা তো চালিয়ে যেতেই হবে।

অর্থনীতি

সন্ত্রস্ত বিশ্বে, থমকে শেয়ার বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

খারাপ খবর পিছু ছাড়ছে না কারো; কেবল মানুষের জীবনে নয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রেও. বারবার উপরের দিকে উঠতে চাইছে ব্রেক আউট দিতে চাইছে কিন্তু সেখান থেকে মুখ থুবড়ে পড়ছে। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ যদিও বাজার ডাইজেস্ট করে নিয়েছিল এখন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে ইরান ও ইসরাইল। একসময় মানুষ টিভির সামনে বসে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে রাত জেগে এখন মানুষ লাইভ যুদ্ধ দেখছে। এই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের আঁচ শেয়ার বাজারে পড়ছে মুহু মুহু। গত সপ্তাহে আমরা আলোচনায় বলেছিলাম ২৪৮০০ স্বল্পকালীন বেস এখনো পর্যন্ত বাজার সেটাকে মান্যতা দিচ্ছে আর যদি কোন কারনে এই লেভেলটা ব্রেক করে তবে ২৪২০০ দেখা কেবল সময়ের অপেক্ষা। তবে কোন অবস্থায় যদি এরকম কোন ঘোষণা হয় যে যুদ্ধও স্থগিত হয়েছে তাহলে বাজারেও বড় রকমের শট কভারিং আসবে যা বাজারকে খুব দ্রুত ২৫৫০০ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। ইরানের উপর আক্রমণের জন্য কাঁচা তেলের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কেবলমাত্র যুদ্ধের কারণেই শেয়ারবাজার সূচক নিফটি ২৫২০০ উপর গেলেও সাস্টেইন করতে পারেনি। এখন দেখার যে আমেরিকা কি ভূমিকা গ্রহণ করছে। কেন না খবর হচ্ছে শুল্কযুদ্ধ নিয়ে আবার আমেরিকা সারা বিশ্বকে আর্থিকভাবে গুলিয়ে দিতে চাইছে। অর্থনীতি নিয়ে রাজনীতি নতুন নয় কিন্তু অবিবেচক রাষ্ট্রপ্রধানদের বিভিন্ন সময় টুইট করা বক্তব্যই আজকাল দেখা যাচ্ছে শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যা একটা অশনি সংকেত বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নীতিতে যে পজিটিভ বার্তা দেওয়া হয়েছিল সেটাও থমকে গিয়েছে এই যুদ্ধ যুদ্ধ রবের জন্য। নতুন অর্থনীতির যুগে কোন দেশ চাইলেও পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধের কুফল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই যতদিন না একটা দিশা দেখা যাচ্ছে ততদিন বাজারের মুখ কোন দিকে যাবে সেটা বলা খুব কঠিন। তবে এটা বলতে অসুবিধা নেই শেয়ার বাজার সূচক নিফটি ২৫৫০০ থেকে ২৪২০০ পর্যন্ত রেঞ্জ এখনো অবিকৃত।

জেনে রাখা দরকার

বিখ্যাত প্রথম

মানব ইতিহাসে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাইল–ফলক সৃষ্টি করেছে। একদিকে প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করা– তা সে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ই হোক বা অন্তরীক্ষে উড়ান– অন্যদিকে নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণ রয়েছে বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে। এখানে তারই এক ঝলক।

ডিএনএ'র গঠন

সময়: ১৯৫৩

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক ও জেমস ওয়াটসন এক্স–রে ক্রিস্টালোগ্রাফি প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রথম ডিএনএ'র রহস্য ভেদ করেন বলে দাবি করেন। এঁরা দুজনেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতেন। তবে ডিএনএ–র গঠন আবিষ্কারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ইংরেজ রসায়নবিদ রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিনের। ক্রিক ও ওয়াটসন আদতে রোজালিন্ডের অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র তাঁর বিনা অনুমতিতেই ব্যবহার করেছিলেন।

মাউন্ট এভারেস্ট জয়

সময়: ১৯৫৩

নিউজিল্যান্ডের মৌমাছি পালক স্যর এডমন্ড হিলারি ও শেরপা তেনজিং নোরগে ১৯৫৩ সালের ২ মে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছন। হিলারি পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গে যিশুর একটি ক্রস এবং তেনজিং কিছু চকলেট রেখে আসেন।

১ মাইল– সময় ৪ মিনিটের কম

সময়: ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ৬ মে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডাক্তারির ছাত্র রজার ব্যানিস্টার প্রথম চার মিনিটের কম সময়ে দৌড়ে এক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেন। ব্যানিস্টারের সময় লেগেছিল ৩ মিনিট ৫৯.৪ সেকেন্ড। বর্তমানে এক মাইল দৌড়ে সব থেকে কম সময়ের রেকর্ডটি রয়েছে মরোক্কোর হিচাম এল গুয়েরোজের। ১৯৯৯ সালের ৭ জুলাই তিনি এক মাইল দৌড়তে সময় নিয়েছিলেন ৩ মিনিট ৪৩.১৩ সেকেন্ড।

কৃত্রিম উপগ্রহ

সময়: ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম কৃত্রিম উপগ্র স্পুটনিক–১ মহাকাশে পাঠায়। মাত্র ১৮৪ পাউন্ড বা ৮৩.৪ কেজি ওজনের উপগ্রহটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৯৮ মিনিট। স্পুটনিকের মহাকাশ যাত্রা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আত্মাভিমানে আঘাত করে। মার্কিনিদের ধারণা ছিল তারা প্রযুক্তিগত দিক থেকে সেরা এবং সোভিয়েতের তুলনায় অনেক এগিয়ে। স্পুটনিকের মহাকাশ যাত্রায় এই দুই দেশের মধ্যে মহাকাশ অভিযান নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। **(চলবে)**

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

২১ জুন – ২৭ জুন, ২০২৫

মেষ রাশি : উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে, বিলম্ব হলেও বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। গুরুজনের স্বাস্থ্যের অবনতিতে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের আয় বৃদ্ধি। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকা দরকার।

প্রতিকার : 'ওঁ ভোময় নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় ও চাকরিক্ষেত্রে সাফল্য। হস্তশিল্পে অধিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। সন্তানের পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন সুখী করতে। সন্তানের গবেষণার জন্য বহু জাতিক সংস্থায় অগ্রগতি। শত্রু কর্তৃক বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা প্রাপ্তি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কর্মে পদোন্নতি, দায়িত্ব বৃদ্ধি ও দূরে বদলির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে গোলযোগের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। জ্ঞাতি শরিকের জন্য গার্হস্থ্য জীবনে সংকট বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। শয্যাশায়ী হতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। বিবাহে বাধা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে গৃহ নির্মাণের বিষয় নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঁ মোন্তায়ঃ নমঃ' জপ করুন।

সিংহ রাশি : যে কোনো কর্মে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কর্মক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় নিয়ে মা বাবার সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। উঁচু জায়গা থেকে পতনের সম্ভাবনা। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়মের পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত বা সৃষ্টিশীল কর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হলেও আরোগ্যের সম্ভাবনা। পরিবারের কোনো সদস্যের নিয়ম বিরুদ্ধ কর্মের জন্য মনোকষ্ট বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে সুফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : ৪১ বার 'ওঁ রাহবে নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। সন্তানের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ এবং সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে। ভ্রমণ না করাই শ্রেয়। অপ্রিয় সত্য কথা থেকে বিরত থাকুন। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ নমো নারায়ণায় নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : হস্ত শিল্পে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। বন্ধুর বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে অপদস্থ হতে পারেন। শেয়ার বা লটারি বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সব বাধা কাটিয়ে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। হিংস্র প্রাণী থেকে সাবধান।

প্রতিকার : ২৬ বার ও গুরবায় নম জপ করুন।

মকর রাশি : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ববৃদ্ধি ও পদোন্নতির সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের অনৈতিক কর্মের জন্য মনোকষ্ট বৃদ্ধি। পাড়া প্রতিবেশির উস্কানিতে পারিবারিক সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। উচ্চ স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবায় নম' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : অকারণে কোনো বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা। নানা ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ নম শিবায় নম' জপ করুন।

মীন রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা এমনকি বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। ব্যবসায় সাফল্য। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রক্তদান করুন।

কলকাতা পুরনিগমে ১২৫ সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পুর নিগমে কাজের জন্য সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল/ ইলেক্ট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল) পদে ১২৫ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীরাও। শূন্যপদ: ৭৮টি (জেনাঃ ৩১, ই.ডব্লু.এস. ৮, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ৩, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি.এ ক্যাটেগরি ৮, ও.বি.সি.–বি ৫)। বিজ্ঞপ্তি নং: 1 of 2025.

সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল):পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীরাও যোগা। বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক্স ১২ অনুযায়ী। শূন্যপদ: ২৮টি (জেনাঃ ১২, ই.ডবু এস, ৩. অজাঃ ৬ তাউঙ্জাঃ ৩. ও.বি.সি. এ ক্যাটেগরি ৩, ও.বি.সি.–বি ১)। বিজ্ঞপ্তি নং: 2 of 2025.

সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল): পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরাও আবেদন করতে পারেন। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক্স ১২ অনুযায়ী। শূন্যপদ: ১৯টি (ফোনঃ ৬. ই.তত্ব.এস. ২. তার্চাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি.–এক্যাটেগরি ১.৩.বি.সি.–বি ২. জেনা প্রতিবন্ধী ১১)। বিজ্ঞপ্তি নং: 3 of 2025. সব পদের ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫ র হিসাবে ৩৭ বছরের মধ্যে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী, ও.বি.সি. আর পুরসভায় কর্মরতরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। প্রথমে এম.সি.কিউ, টাইপের লিখিত পরীক্ষা হবে কলকাতায়। ২০০ নম্বরের ১০০টি অবজেক্টিভটাইপের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সময় থাকবে দেড় ঘণ্টা। প্রথ্য হবে ইংরিফিতে। সফল হলে ৪০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত সিলেবাস পরে আপলোড করা হবে এই ওয়েবসাইটে। www.mscwb.org দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৮ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.mscwb.org এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (তপশিলী, প্রতিন্দী হলে ৫০) টাকা সুমা দেস্তো অনলাইনে, এই বিলডেস্কে Indiaideas.com Limited (Bill Desk). টাকা ফমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। মারো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

সেনাবাহিনীর স্কুলে কয়েকশো শিক্ষক–শিক্ষিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সারা ভারতের ১৪০টি আর্মি পাব্লিক স্কুলে ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েটটিচার, পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার ও প্রাইমারি টিচার"পদে চাকরির জন্য অনলাইন স্ক্রিনিং টেস্ট (OST)এর দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে। এই টেস্টে সফল হলে স্কোর কার্ড পাবেন, যার বৈধতা থাকবে আজীবন। তারপর ওই সার্টিফিকেট দেখিয়ে সারা ভারতের বিভিন্ন আর্মি পাব্লিক স্কুলে শিক্ষকশিক্ষিকা পদের জন্য সরাসরি প্রার্থী বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোন পদেরজন্য কেমনশিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার, তা দেওয়া হল: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে: ইংরিজি, হিন্দি, সংস্কৃত, সোশ্যাল স্টাডিজ, সায়েন্স, অঙ্ক, কম্পিউটার সায়েন্স ও ফিজিক্যাল এডুকেশন। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইংরিজি ডিগ্রি কোর্স পাশরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (হিন্দি): হিন্দির ডিগ্রি কোর্স পাশরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সংস্কৃত)। সংস্কৃতের ডিগ্রি কোর্স পাশরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সায়েন্স): বোটানি, জুলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স বিষয়ের মধ্যে যে কোনো দুটি বিষয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা বি.এড, কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (কম্পিউটার সায়েন্স): কম্পিউটার সায়েন্স বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজির বি.ই বা, বি.টেক. কোর্স পাশরা যোগা। বি.সি.এ. কোর্স পাশ কিংবা কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ডোয়েক থেকে এ লেভেল কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। সব ক্ষেত্রে বি.এড, কোর্স পাশ হতে হবে। ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সোশ্যাল সায়েন্স)। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। ইতিহাস বা, ভূগোল বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় নি ডিগ্রি কোর্সে থাকতে হবে। বিএড কোর্স পাশ হতে হবে। ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (অঙ্ক): অঙ্ক বিষয় ও ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইকনমিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, স্ট্যাটিস্টিক্স বিষয়ের মধ্যে যে কোনো দু"টি বিষয় নিয়ে চা ডিগ্রি কোর্স পাশচরা যোগ্য। বি.এড কোর্স পাশ হতে হবে।

ওপরের সব বিষয়ের ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার পদের বেলায় ডিগ্রি কোর্সে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে আর অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে বি.এড. কোর্স পাশ হতে হবে। মোট

অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা ৩ বছরের ইন্টিগ্রেটেড বি.এড/এম.এড. কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। রিজিওন্যাল কলেজ অফ এডুকেশন থেকে ৪ বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স পাশ হলে ও ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। সব ক্ষেত্রে দি–ট্রেট/ টেট পাশ হতে হবে। ইংরিজি মাধ্যমের স্কুলে পড়ানোর দক্ষতা থাকতে হবে ও কম্পিউটারে কাজ চালনার মতো দক্ষতা থাকলে ভালো হয়।

ট্রেন্ড গ্রাজুয়েট টিচার (ফিজিক্যাল এডুকেশন): ডিদ্দিক্যাল এডুকেশনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা ১ বছরের বিপিএড কোর্স পাশ হলে যোগ্য। যে কোনো শাখার গ্রাজুয়েটরা বি.পি.এড কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। প্রাইমারি টিচার। মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে যে কেনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা ডি.এল.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে: ইংরিজি, হিন্দি, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বায়োটেক, সাইকোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেটিক্স প্র্যাক্টিস, হোম সায়েন্স, ফিজিক্যাল এডুকেশন, বিজনেজ স্টাডিজ, অ্যাকাউন্ট্যান্সি। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইংলিশ): ইংরিজির পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটেরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (হিন্দি): হিন্দির পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইতিহাস): ইতিহাসের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য ও পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (ভূগোল): ভূগোলের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইকনমিক্স): ইকনমিক্স, অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স, বিজনেস ইকনমিক্সের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (অঙ্ক): অঙ্ক বা, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। সব ক্ষেত্রে বি.এড. কোর্স পাশ হতে হবে। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (ফিজিক্স): ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, নিউখিয়ার ফিজিক্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। সব ক্ষেত্রে বি.এড. কোর্স পাশ হতে হবে। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (কেমিস্ট্রি): কেমিস্ট্রি বা, বারো–কেমিস্ট্রির পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। সব ক্ষেত্রে বি.এড. কোর্স পাশ হতে হবে। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (বায়োলজি): জুলজি, দুলজি, লাইফ সায়েন্স, বায়ো–সায়েন্স, জেনেটিক্স, মাইক্রোবায়োলজি, বায়ো–টেকনোলজির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশচত্র যোগ্য। ডিগ্রি কোর্সে বটানি বা, জুলজি বিষয় থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রে বি.এড. কোর্স পাশ হতে হবে। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (বায়োটেকনোলজি): বায়োটেকনোলজির পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। বি. এড. কোর্স পাশ হতে হবে।

মঙ্গলের বছরে

প্রথম পাতার পর

যা বিভিন্ন দুর্ঘটনাকে ইঙ্গিত করে। সে কারণে বছরের প্রথমেই আমি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম এবছর গোটা পৃথিবী জুড়েই এমনকী আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও প্রচুর অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটবে। গোটা পৃথিবীজুড়ে একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হবে। এখনো প্রায় ৬ মাস বাকি ২০২৫ সাল শেষ হতে। আগামী ৬ মাসেও আমাদের বাংলা তথা গোটা দেশ জুড়েই নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপেক্ষা করছে। তাই এই ৬ মাস মানুষকে খুব সচেতন থাকতে হবে। আগুন এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে হবে। মঙ্গলের হাত থেকে বাঁচার জন্য তপন শাস্ত্রী বলেছেন, মঙ্গলকে শান্ত রাখার জন্য প্রতি মঙ্গলবার হনুমান চাল্লিশা পাঠ করা উচিত। সেই সঙ্গে তিনি বলেন প্রতিদিন পূজার সময় 'ওঁ হ্রিং শ্রীং মঙ্গলায়ে নমঃ' এই মন্ত্রটি ৩ বার উচ্চারণ করা উচিত। প্রসঙ্গত, আবারও এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল কলকাতার খিদিরপুর বাজারে। ১৩০০ দোকান পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

অন্যদিকে, বুলগেরিয়ান প্রাচীন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গা বলেছেন তাঁর গ্রন্থে, ২০২৫ সালে গোটা ইউরোপ জড়িয়ে পড়বে যুদ্ধে। এমনকী করোনার মতো মহামারী ও দেখা দিতে পারে। ভিনগ্রহের এলিয়ানদের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ঘটবে। তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ২০২৫ সালের ৫ জুলাই জাপান এবং ফিলিপাইন্সের মধ্যে সমুদ্র গর্ভে বিশাল ফাটল দেখা দিতে পারে, যার জেরে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটার সম্ভাবনা আছে। ৫ জুলাই আসতে খুব একটা দেরি নেই এখন দেখার প্রাচীন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার ভবিষ্যৎবাণী কতটা বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হয়।

দীর্ঘ হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

মেডিকেল কলেজের ভিতরে চলছে নানা অনিয়ম। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী জানান, 'সরকারের পক্ষ থেকে মেডিকেল কলেজে প্রথমশ্রেণীর কোয়ার্টার দেওয়ার পরেও অভিজিৎবাবু মেডিকেল কলেজে রাত্রিবাস করেন না ফলে রোগীর পরিবারের প্রয়োজন হলেও তার সঙ্গে দেখা করা যায় না।' এদিনই সন্ধ্যায় বারাসত ২ ব্লক থেকে ৫ জন এবং হাবড়া ২ ব্লক থেকে ৩ জন আশাকর্মী গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে নিয়ে আসার কাগজে কোনও আধিকারিককে সই করানোর জন্য ৫ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত সারা হাসপাতাল ঘুরেও সই করাতে পারেননি। কারণ হিসেবে আশাকর্মী সাজিদা বিবি, আমিনা বিবি, শিখা রায় মণ্ডল, জেসমিন সুলতানা, সেলিমা মল্লিক, মিনু খান বলেন, 'কোনও আধিকারিককেই পাওয়া যায়নি হাসপাতালে। এমএসভিপির কাছেই এসেছি ৩ বার। সিকিউরিটি গার্ড বলেন, তিনি বাড়ি চলে গিয়েছেন। এই সইটা করলে আমরা ৩০০ টাকা করে পাই। কিন্তু এর জন্য যদি একাধিকবার আমাদের আসা–যাওয়া করতে হয়, তাহলে আমরা কাজ করবো কি করে। কারণ আমরা তো সামান্য পারিশ্রমিক পাই।' এ প্রসঙ্গে এমএসভিপি ডা. অভিজিৎ সাহাকে হাসপাতালে না পেয়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি প্রতিবেদকের ফোন ধরেননি।

খসে পড়ছে দেওয়াল

প্রথম পাতার পর

সেখানেও দেওয়ালে চুঁইয়ে পড়ছে জল। ছাতনা বৈদ্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জয়শ্রী সাহা জানিয়েছেন, 'খুব কষ্ট করে বাচ্চাদের পড়াতে হচ্ছে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিড ডে মিলের রান্না করতে হচ্ছে।' স্থানীয় বাসিন্দা ও এক পড়ুয়ার অভিভাবক সুচেতনা কালিন্দী বলেন, 'বিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই খারাপ, বাচ্চাগুলো স্কুলে আসতে চায় না, স্কুলে মিড ডে মিলের খাবার খেতে আসতেও চায় না।' আর এক অভিভাবক দেবি কালিন্দী জানিয়েছেন, 'বিদ্যালয়ের এই বেহাল অবস্থার কথা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হলেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। বেশ কয়েকবার তাঁর অফিসে গেলেও দেখা পাওয়া যায়নি।'

এ প্রসঙ্গে ছাতনা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তপতী মৈত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাননি, বিষয়টি তিনি এড়িয়ে যান। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে ছাতনা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ ধল্ল জানিয়েছেন, 'আমাদের কাছে এই বিষয়ে খবর এসেছে। স্কুলে জল পড়ছে। আমরা প্রাথমিকভাবে ত্রিপল এর ব্যবস্থা করেছি। সংস্কারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করছি।' স্থানীয়রা জানিয়েছেন, খুবই খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় চলছে। তবে ছাতনার বিডিও স্যারকে বিদ্যালয়ের বিষয়টি জানানো হলে উনি কিছুটা হলেও ব্যবস্থা নিয়েছেন। এলাকার উন্নয়ন সাধনে উনিই একমাত্র এগিয়ে আসেন এবং আমরা আশা রাখছি তাঁর উদ্যোগে দ্রুত এই বিদ্যালয়ের মেরামত হবে।

নিট পরীক্ষায় সফল কৃষক পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : 'নিট' এ নজরকাড়া সাফল্য পেল সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া পঞ্চায়েতের ধুঁড়ি ৭ নম্বর গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের মহিনুর খান। বাবা স্বর্গীয় মোনাব্বর খান পেশায় কৃষক ছিলেন। মা তানজিলা গৃহবধূ। মহিনুর পরিবারের ছোট। ২০১৯ এ পিতৃ বিয়োগ হয়। সমস্যায় পড়ে যায় খান পরিবার। তবে দুই দাদা আর মায়ের মিলিত চেষ্টায় পড়াশোনায় জন্য কোন আপোশ করেননি। ২০২০ সালে ৫৮২ অর্থাৎ ৮৩.১৪ % নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক ও ২০২২ এ ৪৭০ অর্থাৎ ৯৪% শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে। এবছর নিট পরীক্ষায় ৫৩০ নম্বর পেয়েছে। সর্বভারতীয়স্তরে স্থান ২৫৬২৪ তম। মহিনুরের বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে চিকিৎসক করা। কারণ সুন্দরবন দরিদ্র মানুষজন যাতে গ্রামেই চিকিৎসা পরিষেবা পায়। তিনি পৃথিবীতে নেই। তবে তার সেই আশা এবং স্বপ্নপূরণ করতে বদ্ধ পরিকর।

মহিনুরের বলেন, 'আমার বাবা ছোট থেকেই চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন জুগিয়েছিলেন। তিনি নেই। তাঁর সেই দৃঢ় স্বপ্ন আমাকে বাস্তবায়িত করতেই হবে। মা এবং দুই দাদার অক্লান্ত অনুপ্রেরণা এবং চেষ্টায় সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চিকিৎসক হওয়ার প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি। চিকিৎসক হয়ে গ্রামের দরিদ্র মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করতে চাই। পাশাপাশি বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।'

মা তানজিলা খান বলেন, 'ওর বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলেকে চিকিৎসক করা। তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ছেলের সাফল্য দেখে যেতে পারেননি। খুব কষ্ট হচ্ছে। তবে মহিনুর তার বাবার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারায় খুশি। আগামীদিনে চিকিৎসক হয়ে সাধারণ মানুষের সেবায় যাতে নিয়জিত হয় সেই উপদেশ দিয়েছি ছেলেকে।'

শব্দবার্তা ৩৪৮

■	■	১		২		■	৩
■	৪		■		■	■	
■		■	৫			৬	
৭			■		■		■
■		■	৮	■	৯		
১০					■		■
	■	■		■	১১		■
	■	১২				■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সদৃশ্যকরণ ৪। আওয়াজ, ধ্বনি ৫। বচাকুক্কট ৭। লুণ্ঠন, চুরি ৯। পাকানো, মোচড় দেওয়া ১০। দুরদৃষ্টি ১১। সুবর্ণ, কাঞ্চন ১২। ব্রহ্মা

উপর–নীচ

১। বছর ২। রাজস্ব কর্মচারী ৩। সাপ ৪। মিষ্টি আলু ৬। অবস্থান্তর ৮। ভগিনীর পুত্র ১০। গৃহ, ভবন ১১। জীবন

সমাধান : ৩৪৭

পাশাপাশি : ১। দেবতা ২। সংযোগ ৪। পামীর ৫। নলকূপ ৭। মদ ৯। রফা ১২ ধনাগার ১৪। কবর ১৫। তফাৎ ১৬। বড়াই
উপর–নীচ : ১। দেবন ২। সরগম ৩। খ্যাপণ ৪। পাপ ৬। লহর ৮। দারগা ১০ শরাকত ১২। ধর ১৩। রসুই

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

কর্মখালি
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫

বিজ্ঞপ্তি
সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

গ্রামীণ হাসপাতালে সপ্তাহের ৭ দিন হবে অস্ত্রোপচার

সৌরভ দাস, সাগর : সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ হল গঙ্গাসাগর। গঙ্গাসাগরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঢেলে সাজানো হচ্ছে রাজ্য সরকারের হাত ধরে। সাগরের বাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য একমাত্র হাসপাতাল হল সাগর গ্রামীণ হাসপাতাল।

গঙ্গাসাগরের প্রত্যন্ত দ্বীপের গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা কিংবা অস্ত্রোপচার করার জন্য নদী পেরিয়ে যেতে হয় কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। মুড়িগঙ্গা নদী প্রায় সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারণে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। ফলে নদী পার হওয়া দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। এলাকার বাসিন্দারা সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে মাতৃত্বকালীন গর্ভবতী মায়েদের অস্ত্রপ্রচার করার জন্য আবেদন করা হয়। সেই আবেদনে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে সপ্তাহে ৩ দিন গর্ভবতী মায়েদের অস্ত্রোপচারে সুবিধা দেওয়া হবে এমনটাই জানানো হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা একটাই সপ্তাহে ৩ দিন যদি অস্ত্র প্রচারের সুবিধা পাওয়া যায় আর বাকি ৪ দিন অস্ত্র প্রচারের সুবিধা না পাওয়া যায়। তাহলেও তো চরম বিপাকের মধ্যে পড়বে রোগী ও তাদের আত্মীয়রা। ফলে বাসিন্দারা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আবেদন করে যে শুধু ৩ দিন নয়, পুরো সপ্তাহ এই সুবিধা দেওয়ার জন্য।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে দ্বীপ এলাকার মানুষদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে গঙ্গাসাগরের সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে গর্ভবতী মায়েদের জন্য সপ্তাহে ৭ দিন অস্ত্র প্রচারের সুবিধা উপলব্ধ করা হল। এর ফলে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের নদী পেরিয়ে মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা করানোর জন্য যেতে হবে না আর কাকদ্বীপে। সময় যেমন বাঁচবে তেমনি দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ার সুবিধা পাবে সাগরদ্বীপের এলাকাবাসীরা। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই পরিষেবা চালু হতে খুশির হাওয়া সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের।

আগাছায় পরিপূর্ণ বেহাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: এখনো বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়নি অথচ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চারপাশে আগাছায় পরিপূর্ণ, বাড়ছে সাপের উপদ্রব। রাজ্যের সরকার যেখানে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে নজর দিচ্ছে সেখানে বেহাল অবস্থায় দিনের পর দিন চলে আসছে সুন্দরবনের কুলতলির ভুবনেশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। বাম আমলে নির্মিত ১১ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে ভয় পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যে কোন সময় কীটপতঙ্গের আক্রমণও হতে পারে। সুন্দরবনের মৈপীঠ উপকূল থানার মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর ও গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। এখানকার নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ মূলত মৎস্যজীবি। মাছ কাঁকড়া কিংবা জঙ্গলের মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে কোন মৎস্যজীবী বাঘের কবলে পড়লে তাদের তো আর রক্ষে নেই। দীর্ঘ ৩২ কিলোমিটার পথ পার করে তাদের জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে

চিকিৎসা করাতে হয়, সময় লাগে মারা যায় রোগী। স্থানীয় মানুষজন বলেন, 'কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে এই গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছিল তা শুধুমাএ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নস্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছে না এলাকার মানুষ।' এব্যাপারে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়দেব প্রধান বাবলু বলেন, 'গত শীতে পঞ্চায়েতের সামান্য কিছু ফান্ডে আমরা কিছুটা পরিষ্কারের কাজ করেছি। জয়নগর কুলতলি ব্লক হাসপাতাল থেকে কিছুটা সহায়তা পেলে কাজটা সম্পূর্ণ করা যেত। আমরা চাই এই গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির বেহাল অবস্থা মুক্ত করতে।' তবে এ ব্যাপারে কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: অয়ন্তিকা মণ্ডল বিষয়টি দেখার প্রতিশ্রুতি দেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

যাদুকর চক্রের বার্ষিক অধিবেশন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ৮ই জুন, পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যায় যাদু সংস্থা, যাদুকর চক্রের বার্ষিক অধিবেশন ও সাধারণ নির্ব্বাচন শুধু ভাবে সম্পন্ন হয়। বিদায়ী মুখ্য সচিব, যাদুকর শ্রীশশাঙ্ক ব্যানার্জী তাঁর রিপোর্টে জানান, গত সেপ্টেম্বার রঙমহলে অনুষ্ঠিত চক্রের সদস্তবৃন্দের যাদু প্রদর্শনী মারফৎ ৫০০ টাকার কিছু বেশী সংগৃহীত হয়। এই অধিবেশনে, যাদুকর সুশীল চক্রবর্তীর আবেদনে সাড়া দিয়ে কুচবিহারের দুঃস্থ ও রোগাক্রান্ত যাদুকর সুশীল কুমার রায়ের সাহায্য কল্পে সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তোলেন ও সংগৃহীত অর্থ উক্ত যাদুকরকে পাটিয়ে দেওয়ার দ্বায়িত্ব পড়ে শ্রীশশাঙ্ক ব্যানার্জীর উপর। যে সাতজন সদস্থ নিয়ে ১৯৭৫–৭৬ সালের নতুন কার্য্য নির্বাহক কমিটি গঠিত হ"ল তাঁরা হলেন সর্বশ্রী যাদুকর আর, পি, বোস, অজিত ঘোষ, বিকাশ রঞ্জন মিত্র, হিমাংশু শেখর চৌধুরী, জি, বি, অধিকারী, শশাঙ্ক ব্যানার্জী ও অরুন ব্যানার্জী।

৯ম বর্ষ, ২১ জুন ১৯৭৫, শনিবার, ৩০ সংখ্যা

যাতায়াতের একমাত্র সেতু বেহাল! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : একমাত্র সংযোগকারী সেতুর কোন সংস্কার ও হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেও তা হয়নি। সময়টা পেরিয়ে প্রায় দেড় যুগ। নিত্য যাতায়াতকারীরা ভগ্ন সেতুর সংস্কারের দাবী জানিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কয়েক হাজার মানুষ। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ বিক্ষোভের খবর পৌঁছায় ক্যানিং থানার পুলিশে কাছে। পুলিশ সাধারণ গ্রামবাসীদের আশ্বস্থ করে বিক্ষোভ বন্ধ করে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে,ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা–দিঘীরপাড় ও দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ অঙ্গদবেড়িয়া এলাকার ডাবু ক্যানেলের উপর সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি ব্রীজ তৈরী হয়েছিল বিগত প্রায় ৩০ বছর আগে। এলাকার হাজার হাজার মানুষজন সহ স্কুল কলেজের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করতো। প্রায় ১৫ বছর আগে সেই কংক্রীট ব্রীজের কোন প্রকার সংস্কার না হওয়ায় সম্পূর্ণ রুপে ভেঙে পড়ে। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য ভগ্নপ্রায় সেতুর পাশেই একটি কাঠের সেতু তৈরী করা হয় সেচ দফতরের উদ্যোগ। বর্তমানে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছরের অধিক সময় কাঠের সেতুটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়াও সেতুর দুই প্রান্তে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। গ্রামবাসীদের দাবী 'সেতুর জন্য একাধিকবার বিভিন্ন দফতরে গিয়েও কোন কাজ হয়নি।

প্রশাসনের নজরে আনতে আমরা মিলিত ভাবে রবিবার বিক্ষোভ অবস্থান করতে বাধ্য হই।' ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'ইতিমধ্যে সেতুটির সংস্কারের জন্য ১১ লাখ টাকা টেন্ডার হয়ে গিয়েছি। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। স্থানীয় জনাকয়েক এসইউসিআই পার্টীর কর্মীরা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিক্ষোভ অবরোধ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস কাজের নিরীখে মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বদ্ধ পরিকর। ফলে কাজই তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ণের হাতিয়ার। কোন বিক্ষোভ অবরোধ সাধারণ মুষকে ভুলপথে চালিত করতে পারবে না।'

চেনা জীবনে ফিরল ২ হরিণ

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া: ১৬ জুন সিসিএফ সেন্ট্রাল এস. কুলান্দাইভেলের উপস্থিতিতে দুই হরিণকে ফিরিয়ে দেওয়া হল জয়পুরের গভীর জঙ্গলে। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে বেশ কয়েকমাস ধরে চিকিৎসাধীন ছিল ২ হরিণ। অবশেষে বাঁকুড়ার জয়পুর রেঞ্জ অফিসে বনদপ্তরের চিকিৎসা ও সেবায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে তারা ফিরে পেল তাদের চেনা পথ ও স্বাভাবিক জীবন। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ২৯ মার্চ রাজ্য সড়ক পারাপারের সময় প্রথম হরিণটি জখম হয়। পরে ৩ এপ্রিল একইভাবে জখম হয় আরও একটি হরিণ শাবক। বনকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে জয়পুর রেঞ্জ অফিসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। প্রাণী চিকিৎসকের তত্বাবধানে দীর্ঘ কয়েকমাস চিকিৎসার পর দুটি হরিণই সুস্থ হয়ে ওঠে। অবশেষে চিকিৎসকের ফিট সার্টিফিকেট পাওয়ার পর সোমবার খাঁচাবন্দি অবস্থায় দুই হরিণকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। বনদপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের উপস্থিতিতে জঙ্গলের দিকে ছুটে যায় ২ হরিণ। উপস্থিত ছিলেন পাঞ্চেত বনবিভাগের আধিকারিকরা। বনদপ্তরের দাবি, দুই হরিণের গতিবিধির উপর নজর রাখা হবে। হরিণদের চেনা ছন্দে ফেরাতে পেরে খুশি বনদপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা।

রাস্তা মেরামতির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগর কীর্তনখালী গ্রামে প্রায় ৩০০ মিটার ইটের রাস্তা মেরামতির দাবিতে আন্দোলনে সামিল হলেন গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দেরকে। রাস্তার শেষ প্রান্তে থাকা প্রাইমারি স্কুল ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বারংবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। এই রাস্তাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে স্থানীয় বিজেপি নেতা অনুপ দাস। শাসক দলের পক্ষ থেকে জিবিডি–এর ভাইস চেয়ারম্যান তথা জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, 'বিষয়টি নজরে এসেছে পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে দ্রুত এলাকাবাসীদের সমস্যার সমাধান হবে।'

রাস্তা ঘিরে ক্ষোভ স্থানীয়দের

অরিজিৎ মন্ডল , রায়দিঘী : দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে বেহাল রাস্তা ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয়রা। কাছারী বাজার থেকে রায়দিঘী কলেজ পর্যন্ত রাস্তার এমন হাল, সামান্য বৃষ্টিতেই জমে যাচ্ছে হাঁটু জল। জল–কাদা মাড়িয়ে নিত্যদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। এই পরিস্থিতে ১৭ জুন বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে পথ অবরোধে নামলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তার দ্রুত সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রায়দিঘি থানার পুলিশ। তবে অবরোধকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাস্তা মেরামতির আশ্বাস না মিললে অবরোধ চলতেই থাকবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ চলার পর থেকেই রাস্তার এই দুরবস্থা। অথচ দীর্ঘদিন কেটে গেলেও রাস্তা সারানো হয়নি। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এই প্রতিবাদ বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

উঠলো পিচ, অবরোধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পিচ দেওয়ার কয়েকঘন্টার মধ্যে উঠে গেল পিচ ঘটনায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষজন সামিল হল পথ অবরোধে। ময়ূরেশ্বর থানা এলাকার ময়ূরেশ্বর গ্রামের ভিতর নিম্নমানের পিচ রাস্তা তৈরি করার প্রতিবাদে ১৬ জুন দুপুরে ময়ূরেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা নারায়ণ লোহার, পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি সদস্য কাঞ্চন ঘোষ বলেন, '১৫ জুন রাত ১১টা থেকে ১৬ জুন ভোর ৪ টা পর্যন্ত পিচ দিয়ে রাস্তা করা হয়। রাস্তার দুইপাশে করা হয়নি হাইড্রেন। নিম্নমানের মালমসলা দিয়ে পিচ দেওয়া হয় বলে পিচ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার ওই পিচ উঠে যায়। অবিলম্বে ভালোভাবে রাস্তাটা নির্মাণ করতে হবে। রাস্তার দুইপাশে হাইড্রেন করতে হবে। আমাদের দাবি না মানা হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।'

লাঠির ঘায়ে জখম মন্ত্রীর স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া: রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামীর উপর হামলা ও মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। ১৩ জুন রাতে মন্ত্রীর স্বামী তুহীন মান্ডির উপর হামলার অভিযোগ ওঠে বাঁকুড়ার খাতড়া বাজারে। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিজেপির দিকে। ৬ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে খাতড়া থানার পুলিশ।

জ্যোৎস্না মান্ডির অভিযোগ, সন্ধ্যার কিছু পরে বাঁকুড়ার খাতড়া বাজারে লাঠি সোঁটা নিয়ে জমায়েত করেছিলেন বিজেপির বেশ কিছু লোকজন। সেই সময় মুদিখানার সামগ্রী কিনতে বাজারে যান মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামী তুহীন মান্ডি। অভিযোগ বাজার করার সময় আচমকাই বিজেপির ১৫ –১৬ জন কর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁর স্বামীর উপর হামলা চালায়। পিঠে ও ডান হাতে গুরুতর আঘাত পান মন্ত্রীর স্বামী। এদিকে খাতড়া থানায় ঘটনার অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ ৫ জনকে গ্রেফতার করে। মন্ত্রীর অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপি এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেই রাজনৈতিক উদ্যেশ্যেই তাঁর স্বামীর উপর হামলা চালিয়েছে বিজেপি। এদিকে এই ঘটনায় বিজেপি যোগের অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির দাবী অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, খাতড়া বাজারে তৃনমূলের গুন্ডারা বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ নেমে লাঠিচার্জ করে। সেই সময় লাঠির আঘাতে অথবা তৃনমূলেরই কোনো কর্মীর লাঠির আঘাতে মন্ত্রীর স্বামী আহত হয়ে থাকতে পারেন। এর সঙ্গে বিজেপির কোনো সম্পর্ক নেই। তারা অরো বলেন ১৫ জুন গভীর রাতে বাঁকুড়া এবং খাতরা থানার পুলিশ যৌথভাবে নতুনগঞ্জের বিজেপির জেলা কার্যালয়ে তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে ভাঙচুর করা হয় বেশ কিছু চেয়ার টেবিল সহ আসবাবপত্র। তাদের দাবি, রাজ্যের মন্ত্রীর স্বামীর উপর হামলা চালানোর ঘটনায় যুক্ত থাকা অভিযুক্তরা বিজেপি জেলা কাযালয়ে লুকিয়ে রয়েছে এই সন্দেহে এই হামলা।

রাস্তার বেহাল অবস্থা, টাকা বরাদ্দ সত্ত্বেও সংস্কারে ঢিলেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলীর বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিবিরহাট থেকে আমতলা নিবারণ দত্ত রোড পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা ছিল দীর্ঘদিন ধরে। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির তৎপরতায় এই রাস্তা সংস্কারের জন্য পিডব্লুউডি দপ্তর ১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা প্রায় বছরখানেক আগে বরাদ্দ করে। এর দীর্ঘদিন পরে রাস্তা সংস্কার শুরু হয়। এমনিতেই জলের পাইপ লাইন যাওয়ার কারণে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। মাস তিনেক আগে এই রাস্তার যখন সংস্কার শুরু হয় তখন মানুষ ভেবেছিল তাদের নিত্যদিনের সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু সংস্কার হচ্ছে খুবই ধীরগতিতে। তারই মধ্যে বর্ষা এসে গেছে। কিছু কিছু রাস্তায় সংস্কার হলেও এখনো অনেক জায়গা সংস্কার হয়নি, তার ফলে বর্ষার জল জমে এক চরম ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছেয়বিবিরহাট

বিষ্ণুপুর ২ ব্লক

মোড় অর্থাৎ ডানদিকে যেটা আমতলার দিকে চলে গিয়েছে এক কিলোমিটার দেড় কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সকাল থেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে এই রোড। আমতলার দিকেও এগোলে অনেক জায়গায় একই অবস্থা। এই বেহাল রাস্তায় প্রচুর ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। অটো টোটো ম্যাজিক গাড়ি এবং লরি প্রচুর যাতায়াত করে এই ব্যস্ততম রোডে। যেকোনো সময় বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সাধারণ মানুষদের দাবি অবিলম্বে প্রশাসন এই রাস্তার সংস্কার করুক। এমনকী এখন দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুকে এই রাস্তার ছবি দিয়ে এলাকার জন প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা হচ্ছে দ্রুত রাস্তা সংস্কার করার জন্য। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্করকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'মানুষরা যে দাবি করছেন সঠিক দাবি করছেন। সত্যিই রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। আমার স্ত্রীও ওই পথে বিদ্যালয়ে যাবার সময় আধঘণ্টা জ্যামের মধ্যে পড়েছিলেন। আসলে রাস্তা সংস্কারের জন্য যে মাপ তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে এখনো অনেকে দোকান করে বসে আছে। বারবার বলা সত্ত্বেও তারা দোকান অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে না। যার ফলে সংস্কারে ঢিলেমি হচ্ছে। বিবিরহাট মোড়ে একটা বড় শিরিষ গাছ ছিল সেটাকে কেটে ফেলা হয়েছে। পিডব্লুউডি একটি দপ্তর ছিল তাদের একটা পাঁচিল ছিল তারাও সেটা সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু দোকান এখনো রয়ে গিয়েছে তাদেরকে বারবার বলা সত্ত্বেও সরছে না। আমি বিষয়টি নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিশ প্রশাসনকেও সমস্ত কিছু বলা হয়েছে। আমি বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিওয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে খুব শীঘ্রই আলোচনা করে দ্রুত কোন ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ অবশ্যই নেব।।

'ইতি মাওবাদী' নামাঙ্কিত চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : টাকা চেয়ে চিঠিতে হুমকি। শেষে লেখা 'ইতি মাওবাদী'। মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টারের পর এবার মাওবাদী নামাঙ্কিত চিঠি ঘিরে বাঁকুড়া জেলায় শুরু হল শোরগোল। সাদা কাগজের উপর লাল কালীতে লেখা ওই চিঠি পেয়েছেন বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের মুকুন্দপুর গ্রামের তৃণমূলের বুথ সভাপতি দ্বিজপদ মিশ্র। ১৫ জুন রাতে তিনি যখন নিজের বাড়িতে শুয়েছিলেন সেই সময় ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে সাদা কাগজে লেখা চিঠি গলিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলা হয়। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই চিঠি দেখতে পান। চিঠিতে ৪ আগষ্ট রাত সাড়ে ১১ টার সময় মাওবাদী ফান্ডের জন্য স্থানীয় একটি পুকুরের ঘাটে ৫০ হাজার টাকা নামিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ২ নাতিকে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং রাস্তায় গুলি করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে চালাকি করা বা পুলিশকে জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। চিঠির একেবারে নিচের অংশে লেখা রয়েছে 'ইতি মাওবাদী'। চিঠিতে লেখার ধরণ দেখে বিষয়টিকে সেভাবে আমল দেননি দ্বিজপদ মিশ্র। পুলিশও বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্ব দিতে নারাজ। পুলিশ ওই চিঠির সত্যতা বা উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি। খাতড়া মহকুমার এক পুলিশ আধিকারিকের দাবি, 'এলাকায় মাওবাদীদের প্রভাব নেই। স্থানীয় কারও কাজ হতে পারে। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় সমবায় পেল শাসকদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : আবারও একক সংখ্যা গরিষ্ঠ হিসাবে জয়লাভ করলো শাসকদল। ১৯ জুন কুলতলি বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের উওর বাইশহাটা এসকেইউএসের নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিলো। মোট ৬টি আসনের এই নির্বাচনে বিরোধীরা কোনও প্রার্থী না দেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ জন প্রার্থীকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন এই নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার দেবরাজ নস্কর। ১৯৫২ সালের ৩ জুলাই এই সমবায় গঠিত হয়। তারপর টানা ৭৩ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিল এসইউসিআই। আর এই প্রথম বিরোধী শূন্য হলো এই সমবায়।আর একক ভাবে ক্ষমতায় এলো শাসক তৃনমূল কংগ্রেস। এবারের নির্বাচনে জয়ী ৬ জন সদস্য হলো– আয়েশা মিস্ত্রী, মমতাজ লস্কর, মোশারফ মোল্লা, সোলেমান মোল্লা, সাহালম গায়েন ও দুলাল ভুইয়া। এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিনে যেকোনো গন্ডগোল এড়াতে বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। মণ্ডলের উন্নয়ন দেখে এলাকার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের এই সমবায়ের দায়িত্ব তুলে দেন। দীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে এসইউসিআই এই সমবায়কে নিজেদের দলীয় অফিস বানিয়ে রেখেছিল। মানুষের উন্নয়নে

তবে এদিন জয়ের পরে বাইশহাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নুরহোসেন গাজী বলেন, 'কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র সমবায়ের কোনো কাজ এরা করেনি, তার বদলে বহু দেনা করে গিয়েছে। তাই আর নির্বাচনে দাঁড়াতে সাহস পায়নি।'

গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৮

অভীক মিত্র, বীরভূম: ২০ জুন ভোর ৫ টায় রানীগঞ্জ মোড়গ্রাম ১৪নং জাতীয় সড়কের নিউটাউন সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি বোলোরো গাড়ি থেকে প্রায় ২৭ কেজি গাঁজা এবং নগদ ৪০ হাজার টাকা সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১৮ জুন সন্ধ্যা ৬ টা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইলামবাজার হাজরাপাড়া থেকে একটি গাড়ির(নং–ডব্লিউবি০২এএল৮৬৪৩) ডিকি থেকে ৩৩ কেজি গাঁজা এবং ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইলামবাজার থানার পুলিশ। ধৃতরা হল– লাল্টু গড়াই, শেখ রাব্বান, মহম্মদ কুরবান, বিকি সিং, শুভম দুলই। বিকি সিং, শুভম দুলই, মহম্মদ কুরবানের বাড়ি বর্ধমান জেলা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বোলপুর রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই বছরে গাঁজা কেসে লাল্টু গড়াইকে ধরেছিলাম কিন্তু তখন কোর্ট থেকে মেডিকেল গ্রাউন্ডে জামিন পেয়ে যায়।' ধৃতদের ১৯ জুন বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

উদ্ধার জাল লটারি, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : ১৮ জুন রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে দুবরাজপুর থানার সামনে ১৪নং জাতীয় সড়কে ২টি গাড়ির ডিকি থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকার জাল লটারি উদ্ধার করে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। জাল লটারি কারবারি ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গাড়ি দুটি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল থেকে সিউড়ি যাচ্ছিলো বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । উদ্ধার করা জাল লটারি সহ গাড়ী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনা

বাস উল্টে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা থেকে বকখালির দিকে যাওয়ার পথে ১৭ জুন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ফলতা থানার বঙ্গনগর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাস নয়নজুলিতে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায়

বেশ কয়েকজন আহত হন। স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ দ্রুত উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য পাঠান। স্থানীয় বাসিন্দা মলয় হালদার জানায় বাসটি অত্যাধিক গতিতে আসছিল যে কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজুলিতে উল্টে যায়। ঘটনার এক দিন পর নয়নজুলি থেকে দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর এলাকার বাসিন্দা মদনমোহন মণ্ডল নামে এক যাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়।

বিচার পেল নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২০২২ এর ৩০ এপ্রিল রাতে কৈখালি সমাধান সমিতির শক্তিপদ মণ্ডল খবর পান যে, এক নাবালিকা কে সাংকিজাহান গ্রামের অমর দাস কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে। এমনকি তাকে আটকে রেখে পশুর ন্যায় তার উপর শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচার করছে। খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে হাজীর হন পুলিশ অফিসার শুভময় দাস। সেখানে অত্যাচারিত নাবালিকাকে উদ্ধার করেন। পাশাপাশি অভিযুক্ত অমর দাস কে গ্রেফতার করেন। চার্জশীট দাখিল করেন তিনি। এরপর এই বছর ১৮ জুন বারুইপুর পকসো স্পেশাল জজ সাজা ঘোষনা করেন। যাবজ্জীবন এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরো এক বছর জেল। পাশাপাশি নির্যাতিতাকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

নির্যাতিতা ও তার পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, 'প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত। ভেবেছিলাম সঠিক বিচার পাবো না। আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। দক্ষ পুলিশ অফিসারের একাগ্রতার জন্য সুবিচার পেয়ে মনে হচ্ছে শুভময় দাসের মতো পুলিশ অফিসার যেন বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে জন্মায়।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ২১ জুন – ২৭ জুন, ২০২৫

শ্যামাপ্রসাদ কে ভারতরত্ন নয় কেন

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন শুরু হয়েছে সাম্প্রতিক কালে । এই পশ্চিমবঙ্গ নামের এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। অখন্ড বাংলা ব্রিটিশের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মূলত: শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেতৃত্বে বাংলার সেদিনের প্রকৃত বুদ্ধিজীবী মহলের স্থানীয় প্রতিনিধি যাঁরা ছিলেন সেই সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ মনীষীদের চেষ্টায় ব্রিটিশ –জিন্না –নেহেরু প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তানকে দু টুকরো করে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা ছিল ভারতের অংশ। তাঁদের সেই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের জন্যই আজ কলকাতা ভারতের। নইলে হয়তো পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আজকের অসাম্যের বাংলাদেশের অধিবাসী হতে হত, ভারতবিদ্বেষের বিষে জর্জরিত হতে হতো। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও ভারত সেদিন আজকের মতই ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। দেশভাগের নির্মম পরিকল্পনায় পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু অধিবাসী রাতারাতি সর্বস্ব হারিয়েছিলেন। পিতৃপুরুষের ঘরবাড়ি জমি জমা সম্পত্তি এমনকি মান সম্মান। উদ্বাস্তু তকমা নিয়ে তাঁরা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন শুধুমাত্র তৎকালীন কিছু জাতীয় নেতার ব্রিটিশের সঙ্গে আপোষের কারণে। সময়ের নিয়মে সেই ইতিহাসের যন্ত্রণার নিরাময় হলেও তার ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নাম পরিবর্তন হলে বাঙালির এক ঐতিহাসিক সত্তাকে অস্বীকার করা হবে। মুছে যাবে শ্যামাপ্রসাদের ঐতিহাসিক অবদানের কথা। দেশভাগের পর দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে গিয়ে কার্যতঃ খুন হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জহরলাল নেহেরু, পরবর্তী প্রজন্ম কিংবা কেন্দ্রের কোন অকংগ্রেসী সরকার আশ্চর্যজনকভাবে উদ্যোগী হয়নি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্য সরকারিভাবে তদন্ত ও সত্য উন্মুক্ত করে তা প্রতিষ্ঠা করতে।

পশ্চিমবাংলার অস্তিত্ব যাঁর জন্য সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সর্বভারতীয় স্তরে তুলে ধরার প্রয়াস হয়নি আজও। তাঁর সম্পর্কে অনেক মিথ্যাবার্তা কিছু কিছু রাজনৈতিক দল কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে এই বাংলায়। শ্যামাপ্রসাদ কে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে,সাম্প্রদায়িক তকমা দিয়ে তৃপ্তি পান কিছু রাজনৈতিক দলের কর্মী এই পশ্চিমবঙ্গে বসেই। অথচ সব রাজনৈতিক দলের দাবি করা প্রয়োজন ছিল তার মৃত্যুর সঠিক কারণ উন্মোচনের। কাশ্মীরে ডাল লেকের কাছে বন্দি দশায় লেখা শেষ ডায়েরী উধাও হয়ে গেল কিভাবে, কেন তা উদ্ধারের চেষ্টা হলো না এসব প্রশ্ন তোলেনি কেউ। এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান এর দাবিতেই তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাকে ভারতরত্ন প্রদান নিয়ে দাবি করেন না কেউ। কেন্দ্রের বর্তমান অকংগ্রেসী সরকার কংগ্রেস নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেল কিংবা আম্বেদকরকে নিয়ে বহুবিধ পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু বাংলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম কিংবা বিপ্লবী রাসবিহারী বোসকে সর্বভারতীয় স্তরে তুলে ধরবার জন্য খুব সামান্য প্রয়াসই হয়েছে। ভারতরত্ন কি একান্তই অসম্ভব এই তিন বাঙ্গালীর জন্য। ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ এর প্রয়াণ দিবস। তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদানের দাবি উঠুক সর্বস্তরে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

রাম বললেন, আংটি যদি সোনা হয়, তবে আঙ্গুল পরিধি জুড়ে যে বলয়, সোনা ছাড়া তার আকার কি রকম? সেই আকার যদি সত্য না হয় তবে আমরা তাকে আংটি বলি কেন? এই প্রশ্ন এই জন্য করা হল, যাতে প্রশ্নোত্তর ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে সহায়ক হয়। বশিষ্ঠ বললেন, অসৎ পদার্থের কোন আকার হয় না। বল তো বন্ধ্যাপুত্রের আকার কেমন? মরিচীকাজল, দ্বিতীয় চন্দ্র, আমি, এই অসৎ পদার্থগুলির যখন কোন অস্তিত্ব হয় না, তবে তার আকারই বা হবে কি করে? তবে তাদৃশ পদার্থ যে দৃশ্যগোচর হয়, তা অবিদ্যা প্রভাবে ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বিচারবলে সেই ভ্রান্তি বিদূরিত হলে সেগুলির অবিদ্যমানতা প্রমাণিত হয়ে যায়। ভ্রান্তি বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত আকাশকুসুমের মত অলীক পদার্থগুলি সত্য রূপে বিদ্যমান থাকে। শুক্তির অন্তরে যে রজতসদৃশ মুক্তা থাকে, তা থেকে কত রজত আহরণ করা যায়? সুতরাং আমি"ভাবের থেকে কোন সত্যই গ্রহণ করা যায় না। পরমাত্মা সত্য, তাতে আমি"ভাবের অসত্যতার লেশমাত্র নেই। অথচ পরমাত্মাতে আমি প্রতীত হয় যদি, তবে তা অবিদ্যা বা মায়া ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, প্রজাপতি, আমি এই সমস্তই অবিদ্যাপ্রসূত। শুদ্ধ ব্রহ্মে এই প্রতীয়মানতা নেই বলেই তা শুদ্ধ ও সত্য। ব্রহ্মভিন্ন কোন সত্তা থাকতে পারে না। সুতরাং শান্ত, নিরালম্ব, শাশ্বত, নিজবোধস্বরূপ ব্রহ্মই হলেন জীব ও জগতের একমাত্র পারমার্থিক স্বরূপ। রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ! আমি এখন হৃদয়ঙ্গম করলাম, ব্রহ্মই একমাত্র আছেন, তিনিই সব। তবে এই বিশাল সৃষ্টি দেখা যায় কেন, এ বিষয়ে আমায় পুনরায় বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, ব্রহ্ম হলেন পূর্ণস্বরূপ। এই সৃষ্টি ব্রহ্মে পৃথকভাবে থাকে না। সাগরে যেমন জল থাকে তেমনই ব্রহ্মে সৃষ্টি দেখা যায়। জলে দ্রবভাব থাকায় চপলতা লক্ষিত হয়, কিন্তু পরমাত্মায় চঞ্চলতা নেই। সেই স্থির চৈতন্যস্বরূপ পরমপদে যে অস্থির সৃষ্টি দেখা যায়, সেই জগৎও চৈতন্যস্বরূপ। জ্ঞানের পরিপক্কতায় সৃষ্টিকে চৈতন্যময়ই উপলব্ধ হয়।

এই সৃষ্টি যখন ব্রহ্মেরই নামান্তর, তখন অসীম আকাশে দ্বিতীয় আকাশ দেখার মতই ব্রহ্মে সৃষ্টি–জগৎ দেখা অজ্ঞতাপ্রসূত। মন হতে সৃষ্টির আবির্ভাব, মনের লয়ে সৃষ্টিরও বিলয় হয়ে যায়। বশিষ্ঠ বললেন, হে রাঘব!

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

দেশবন্ধু: এ যুগের রাজা হরিশচন্দ্র

ড.জয়ন্ত চৌধুরী

বেনারসে গঙ্গার একদিকে মণিকর্ণিকা ঘাট। যেখানে প্রতিনিয়ত কাশির মহাদেব বিশ্বনাথ কে সাক্ষী করে প্রতিনিয়ত চিতার আগুনে শেষ হয়ে যাচ্ছে জীব আত্মার জীর্ণ–বসন। গঙ্গার আরেক সীমানা প্রান্তে রাজা হরিশচন্দ্রের ঘাট। যে ভূমির আকাশে বাতাসে আজও যেন শুনতে পাওয়া যায় চন্ডালবেশী রাজা হরিশচন্দ্রের সর্বস্ব সমর্পণের সেই সাধনার কথা। এই যুগের আর একজন সন্ন্যাসী রাজা যিনি দেশের জন্য দশের জন্য এবং মাতৃমুক্তি সাধনায় সর্বস্ব অর্পণ করে চলে গেলেন আজ থেকে ১০০ বছর আগে দার্জিলিংয়ের স্টেপ অ্যাসাইডের বাড়িতে ১৬ জুন, ১৯২৫ সালে। তার হঠাৎ চলে যাওয়াটা খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না। কিছু বছর আগে ওই গৃহেই ভাওয়ালের রাজ কুমার গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু এবং প্রত্যাবর্তন নিয়ে ঐতিহাসিক মামলা জনমানসে ঢেউ তুলে ছিল। বিখ্যাত ব্যারিস্টার, অর্থ বৈভবে নামডাকে এবং নীরব দানধ্যানে যিনি দেশবাসীর চিত্ত জয় করেছিলেন তিনিই চিত্তরঞ্জন। কিন্তু তার ভাগ্যদেবতা বোধ হয় শৈশবের চিত্তরঞ্জন নামে সন্তুষ্ট ছিলেন না তাই তিনি দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায় পরিণত হলেন দেশবন্ধুতে। একসময় ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস যে অর্থ উপার্জন করতেন বাড়িতে ফিরতে না ফিরতেই সেই অর্থ তুলে দিতেন বহু গরিব মানুষের হাতে যাঁরা

অপেক্ষা করতেন তাঁর বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়। সহধর্মিনী বাসন্তী দেবীও স্বেচ্ছায় হাসিমুখে সহমর্মী হতেন। জন্মসূত্রে ধার্মিক চিত্তরঞ্জন অজস্র কবিতা ও গান রচনা করে গিয়েছেন। নিয়মিত নারায়ণ পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও সেবার মানসিকতা সঞ্চারিত হয়েছিল তার শিষ্যদের মধ্যেও। কিন্তু তাঁর সাগর সঙ্গীত এর সুর শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ রইল না। স্বাধীনতার লক্ষ্যে তৈরি করলেন স্বরাজ্য দল। হলেন কলকাতা শহরে প্রথম মহানাগরিক। কলকাতা শহরের পৌর পরিষেবায় আনলেন আমুল পরিবর্তন। যোগ্য সঙ্গত করলেন তার প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র। দৈনিক বাংলার কথা ও ফরোয়ার্ড পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর ব্যথা বেদনা সংগ্রাম মানুষের দরবারে তুলে ধরতেন তাঁরা। চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠে দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম, জাতীয় বিদ্যাপীঠ সহ নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গরিব মানুষের সেবা তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিল দরিদ্র নারায়ণের সেবা। দেশবন্ধু তার নিজের বসত বাড়িটি সাধারণ মানুষের হিতার্থে দান করে উঠে গিয়েছিলেন ছোট একটি ভাড়া বাড়িতে। দারিদ্রকে অক্লেশে বরণ করেছেন সপরিবারে।

অহিংস অসহযোগ বিদেশী বস্ত্র বর্জন প্রভৃতি আন্দোলনের জেরে অনিবার্য কারাবাস। দেশবন্ধু তার পরিবারকেও সামিল করেছিলেন গ্রেপ্তার বরণের ঝুঁকিপূর্ণ রাজপথের আন্দোলনে। ভারতের আর কোন জাতীয় নেতার ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত নেই। দেশের অসাম্প্রদায়িক গণআন্দোলনের পথ দেখিয়েছিলেন তিনি। যদি তাকে অসময়ে চলে যেতে না হত তাহলে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস অন্যরকম হত নিঃসন্দেহে। ১০০ বছর আগে কালীঘাটের কেওড়াতলা মহাশ্মশানে জনসমুদ্রের মাঝে তার নশ্বর দেহ যখন পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাচ্ছিল, সেখানে উপস্থিত ছিলেন গান্ধীজী। দেশবন্ধুর প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র তখন বার্মায় বিনা বিচারে কারারুদ্ধ। একদিন পরে পেয়েছিলেন দেশবন্ধুর প্রয়াণ সংবাদ। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম রচনা করলেন দীর্ঘ কবিতা চিত্তনামা আর বিশ্ব কবির লেখনীতে ঝরে পড়ল সেই অমোঘ বার্তা – এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

আকাশবাণী কলকাতার সমীক্ষায় সম্প্রচারিত।

অশান্ত এশিয়ায় ত্রয়ী শক্তিধরের আস্তিনে লুকিয়ে জঙ্গিবাদ

সুবীর পাল

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যদি এমনটা লিখতেন। আসলে এটাই যদি হতো, শুধু বাংলার পরিবর্তে এশিয়ার লিখতেন! ধরাই যাক বাক্যগুলো এরকম হলে, এশিয়ার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, জাতির সৌভাগ্য–সূর্য আজ অস্তাচলগামী; শুধু সুপ্ত সন্তান–শিয়রে রোরুদ্যনামা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে? কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনাবে জীবন দিয়েও রোধ করব মরণের অভিযান?

শুধু বাংলার স্থানে এশিয়ার শব্দটি স্রেফ প্যারোডি হিসেবে ব্যবহার করায় কি অদ্ভুত এক ভয়াবহ বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠলো, তাই না। হ্যাঁ এটাই যে আজকের নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি এশিয়া। এক অশান্ত দগ্ধ এশিয়া। এক সংকটের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা এশিয়া। যেখানে

শান্তির আশা কখন যে ফিনিক্স পাখি হয়ে উড়ে চলে গেছে। যেখানে রাষ্ট্রীয় সহাবস্থানে সংযমে তীক্ষ্ণ অভাব ঘটেছে পুরো মাত্রায়। এ কোন এশিয়া? এ যে চির চেনা হয়েও আজ আমাদের কাছে খুব বেশি রকমের অচেনা এশিয়া। চারিদিকে যুদ্ধের সাইরেন বাজছে। গণতান্ত্রিক সরকার উচ্ছেদ হচ্ছে। নারীদের পড়াশোনায় ইতি টানা হচ্ছে প্রশাসনিক ইঙ্গিতে। অথচ এই এশিয়ায় মহাত্মা গান্ধী শান্তির আদর্শে ভারতের স্বাধীনতাকে তরান্বিত করেছিলেন। অথচ এই এশিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিলেন। অথচ এই এশিয়ায় দলাই লামা তিব্বতী স্বশাসনের নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই এশিয়া আর এখনকার এশিয়া! এ যেন আন্তঃনাক্ষত্রিক দূরত্বের। স্বপ্ন শান্তির সঙ্গে দুঃস্বপ্ন অশান্তির।

এখনও একবছর পূর্ণ হতে মাস খানেক দেরি। এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশ বাংলাদেশ। উৎখাত হয়ে গেল সেখানকার একটা গণতান্ত্রিক সরকার। অথচ সাম্প্রতিক কালে এই দেশটির আর্থিক উন্নতি ঘটেছিল অতি জেট গতিতে। পোষাকের দুনিয়ায় বাংলাদেশ ছিল সারা বিশ্বের পথিকৃৎ। কি দোষ ছিল দেশটির? তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ তো এতো খারাপের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই চলছিল না যে একজন দুর্নীতি পরায়ন ছিয়াশি বছরের সাম্প্রদায়িক বৃদ্ধের হাতে দেশটির দায়িত্ব সঁপে দিতে হবে। কি এমন অপরাধ ছিল শেখ হাসিনার? ইস্যু হলো বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। আমেরিকার সরকার চেয়েছিল ওই দ্বীপের প্রভুত্ব নিজের মুঠিতে করায়ত্ব করতে নিরঙ্কুশ পর্যায়ে। জো বাইডেনের এই সুখস্বপ্নের বিপক্ষে প্রাচীরের মতো ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে শেখ হাসিনা বৈশ্বিক শক্তির কাছে মাথা নত করার মতো বান্দা কোনদিন ছিলেন না। অগত্যা কি আর করার! শেখ হাসিনা হঠাও ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়ে গেল হোয়াইট হাউসের চোরা দালানে। সেই মতো একটা মোক্ষম অজুহাত খুঁজে নেওয়া। কোটা বিরোধিতার সলতেতে লাগাও আগুন। পরিকল্পনা মতো আন্দোলনে নামিয়ে দাও যুবসমাজকে। প্রাথমিক অবস্থায়। আন্দোলন যখন জমে ক্ষীর তখন আসল গোখরো সাপের মত জামাতের নেতাকর্মীরা একযোগে মাঠে নেমে পড়লো এবং পুরো আন্দোলনটাই হাইজ্যাক করে নিল। দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আপাতত অবস্থায় অবসান হয়ে গেল সোনার বাংলায় শেখ হাসিনা যুগ।

এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিদের দেশ ইজরায়েল। এই ইজরায়েলকে ঘিরে শুধুই যুদ্ধের দামামা যতদিন যাচ্ছে ততই যেন উচ্চগ্রামে পৌঁছাচ্ছে। গাজার মাটি আজ চূর্ণবিচূর্ণ। ইরানের পরমাণু কেন্দ্র থেকে সামরিক সদর দফতর বর্তমানে ক্ষতবিক্ষত। বিশ্ব কম্যুনিস্ট তো আবার গাজা গাজা করে নিজেদের চোখের শেষ জলটুকুও ফেলতে বাকি রাখেনি। এখানে প্রশ্ন একটাই, ইজরায়েলের আত্ম অধিকার কি মর্যাদা পেতে পারে না? নিজেদের পিঠ বাঁচাতে প্রত্যাঘাত কি বিশ্বে ইজরায়েল একাই করে? স্থিতাবস্থা নয়, পুরোনো অধিকার, এটাই যদি বামপন্থার দাবি হয় ইজরায়েল ইস্যুতে তবে ভারতীয় বামেরা আবার বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রে পুরোনো অধিকার নয়, স্থিতাবস্থায় ভরসা নির্ভর উল্টো প্রচারে আত্মমগ্ন হয় কেন? এসবের উত্তর অবশ্য দ্বিতত্ত্বে বিশাসী যখন যেমন তখন তেমন কম্যুনিস্টরাই ভালো জানেন।

বর্তমানে ইজরায়েল ঘিরে যুদ্ধের যে সিঁদুরে মেঘ ঘনীভূত হয়েছে তার নেপথ্যের মূল কারিগর তো হামাস। মুসলিম ব্রাদারহুডের এটি একটি শাখা সংগঠন। সারা বিশ্ব হামাসকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে মেনে নিলেও তুরস্ক সহ দুই কম্যুনিস্ট দেশ চীন ও রাশিয়া আবার হামাসকে জঙ্গির তকমায় চিহ্নিত করতে নারাজ। বরং অতীতে এদেরকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য এই তিন দেশের নাম বারেবারে উঠে এসেছে। ইয়েমেনের হুথিরাই বা কারা? কেন আর কার মদতে হুথিরা ইয়েমেনের মাটিতে দাঁড়িয়ে লাগাতার ইজরায়েলের ভূমিকে অনেকটা আগ বাড়িয়ে রক্তাক্ত করে চলেছে আজও? জানি, এর সঠিক উত্তর দিতে গেলে বাম দুনিয়া মিথ্যাচারকেই বেছে নেবে।

ভারতের ঠিক উত্তরাংশে রয়ে গেছে আরও একটি দেশ আফগানিস্তান। সেখানে শাসন করছে তালিবান সরকার। এই নিয়ে দ্বিতীয় স্পেলে রাজত্ব করছে তারা। আজকের আফগানিস্তানে নারী স্বাধীনতা তো চাতক পাখির জল চাওয়ার প্রার্থনার থেকেও করুণ। নারীদের উচ্চশিক্ষা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। মহিলাদের বাক স্বাধীনতার নূন্যতম কোনও মর্যাদা নেই তালিবানের আফগানিস্তানে। ওই দেশের শেষ প্রেসিডেন্ট আসরাফ গনি ২০২১ সালে ১৫ আগস্ট তাজিকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলে মার্কিন প্রশাসন তো আফগানিস্তানকে একপ্রকার গিফট হিসেবে তুলে দিয়েছিল তালিবানের হাতে। অতীত বলছে, কোনও না কোনও সময়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও রাশিয়া পৃথক পৃথক ভাবে এই তালিবানকেই নিজেদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। আশাকরি ইতিহাসের গোপন পাতায় এই সমর্থন মিলবে।

২০১৬ সালে উরিতে হামলা। ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় আক্রমণ। ২০২৩ সালে পহেলগাঁওতে হত্যালীলা। ভারতের পাহাড় কন্যা কাশ্মীরের অঙ্গে অঙ্গে। আর কত? আর কতদিন? ভারত তো কখনও শান্তির বিরুদ্ধে নয়। তাহলে কেন ভারত মাতার শরীরে দগদগে লালচে দাগ টেনে দেবার বারবার টেন্ডার নিয়ে বসেছে পাকিস্তানের বুকে জড়িয়ে থাকা জঙ্গি সংগঠনগুলো। অবশ্য এদের তো আবার ঘুরে ফিরে আদিকালের মেন্টর সেই অস্ত্রবিক্রেতা আমেরিকা। মার্কিন যে আদতে মায়ের ঘরের মাসী আবার বাবার ঘরের পিসি। যেমনটি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে থাকেন, ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের জঙ্গিপনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না। আবার অন্য পোডিয়ামে তাঁরই অপর মন্তব্য, পাকিস্থানকে ঋণ মঞ্জুর করে বিশ্বব্যাঙ্ক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এসবই কিন্তু এশিয়া মহাদেশের মধ্যেই যাবতীয় অশান্তির ট্রাপিজ খেলার সুক্ষ্ম অঙ্গ মাত্র। বাংলাদেশের জামাতদের আসল পরিচয়ই বা কি, ইজরায়েলের উপর অযাচিত আক্রমণকারী হামাস ও হুথি আসলে কারা, নারীর মর্যাদা হননকারী আফগানিস্তানের চলতি শাসক তালিবানদের প্রকৃত পেসমেকার কে বা কারা, ভারতের কাশ্মীরে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িত পাকিস্তানের আশ্রিত জয়িশ–ই–মহম্মদের নেপথ্যে কাদের হাত লুকানো রয়েছে সত্যতার আস্তিনে?

সত্যিটা বরাবর অপ্রিয়ই হয়। এশিয়ার নানা প্রান্তে শান্তি নষ্ট শুধু হয়নি আজকের নিত্য রুটিনে, এই মহাদেশে লাগাতার ধর্ষিত হয়ে চলেছে মানবতা সমৃদ্ধ সহবস্থানের বহমান সুদূরপ্রসারী দৃষ্টান্তগুলো। সম্মুখে দাবার ঘুঁটি হিসেবে রয়ে গেছে জঙ্গিবাদ। বিশেষ সম্প্রদায়ের সিংহভাগ কায়েমী উপস্থিতি। আর এই জঙ্গিবাদের তামাকে লুকিয়ে সমানে চুরুট টেনে চলেছে তিন মহাশক্তিধর দেশ আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন। একটি রাষ্ট্র দক্ষিণপন্থী দেশ। অপর দুটি কম্যুনিস্ট শাসিত ভূখণ্ড। আসলে এশিয়ার অস্থিরতায় রক্ষিত রয়ে গেছে তাদের আসল মুনাফা, তাদের গোপন শ্রীবৃদ্ধি, তাদের প্রার্থিত স্বার্থরক্ষা।

কথায় বলে, জঙ্গীদের কোনও ধর্ম হয় না। ভুল ভুল। তাদেরও ধর্ম আছে। অন্যের খামারের খাবার খাবে আর বুনো অন্ধ ষাঁড় যেমনটি নিরীহ গরুর উপর অকথ্য বলপ্রয়োগ করবে যখন তখন এবং অপরের সাজানো ফসল নষ্ট করবে মন–মর্জি মতো, এমন পশু জাতীয় ধর্মই তো জঙ্গি সংগঠনগুলোর চয়েস নাম্বার ওয়ান। সেই গুঁতোগুঁতিই চলছে এশীয় জঙ্গি গেমসের অ্যাস্ট্রোটার্ফে।

দেশ দেশান্তরে

হামলা বন্ধ না হলে আলোচনা নয় : ইরান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, ইসরায়েলি হামলা বন্ধ না হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়,ইরানের বিরোধী দলগুলো ইসরায়েল ইরানের আঞ্চলিক মিত্রদের ওপর হামলা চালিয়েছে। ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র বীরশেবা শহরে আঘাত হানে, ইসরায়েল পাল্টা একাধিক হামলা চালায়। ইরান শুক্রবার জানায়, ইসরায়েলের হামলার মধ্যে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না, যখন ইউরোপ তেহরানকে আবারও আলোচনায় ফেরাতে চায় এবং যুক্তরাষ্ট্র বিবেচনা করছে সংঘাতে যুক্ত হবে কি না। ইসরায়েল গত শুক্রবার ইরানে হামলা শুরু করে, বলেছে তারা তাদের দীর্ঘদিনের শত্রুকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সুযোগ দিতে চায় না। ইরান বলে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে, তারা ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মাধ্যমে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। হোয়াইট হাউজ বৃহস্পতিবার জানায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকার পদক্ষেপ নির্ধারণ করবেন। ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানে ৬৩৯ জন নিহত হয়েছেন বলে জানায় হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টস নিউজ এজেন্সি, যাদের মধ্যে সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও পারমাণবিক বিজ্ঞানীরাও রয়েছেন। ইসরায়েল বলেছে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত দুই ডজন ইসরায়েলি নাগরিক নিহত হয়েছেন। রয়টার্স উভয় পক্ষের মৃত্যুর সংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করতে পারেনি। ইসরায়েল পারমাণবিক স্থাপনা ও ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলো টার্গেট করেছে, তবে বেসামরিক এলাকাও হামলার শিকার হয়েছে। পশ্চিমা ও আঞ্চলিক কর্মকর্তারা বলছেন, ইসরায়েল ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলী খামেনির সরকার ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বৃহস্পতিবার বলেন, “আমরা কি শাসনব্যবস্থার পতনকে লক্ষ্য করছি? সেটা হতে পারে একটি ফলাফল, তবে এটি ইরানি জনগণের—তাদের স্বাধীনতার জন্য—উঠে দাঁড়ানোর ওপর নির্ভর করছে।” ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, যাকে তিনি অপরাধে অংশীদার হিসেবে আখ্যা দেন। ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোনো আলোচনা সম্ভব নয়। ইরান জানিয়েছে, তারা ইসরায়েলে সামরিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত স্থাপনাগুলো টার্গেট করছে, যদিও একটি হাসপাতাল সহ বেশ কিছু বেসামরিক স্থাপনাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। ইরানি গণমাধ্যম বলেছে, ইসরায়েল ইরানের একটি হাসপাতালেও হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েল বৃহস্পতিবার ইরানকে ক্লাস্টার বোমা ব্যবহারের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করার অভিযোগ তোলে, যা বিস্ফোরক কণা ছড়িয়ে দেয়। জাতিসংঘে ইরানের মিশন এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

ইরানের জরুরি পরিষেবা বিভাগ শুক্রবার জানায়, ইসরায়েলি হামলায় পাঁচটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষ পিছিয়ে না আসায়, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি প্রধান শুক্রবার জেনেভায় আরাকচির সঙ্গে বৈঠক করবেন সংঘাত নিরসনে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি বলেন, “এখনই সময় মধ্যপ্রাচ্যের ভয়াবহ দৃশ্য থামানোর এবং এমন একটি আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রতিরোধের, যা কারও উপকারে আসবে না।” যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বৃহস্পতিবার ল্যামির সঙ্গে দেখা করেন এবং অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে আলাদাভাবে ফোনে কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, রুবিও ও বিদেশি মন্ত্রীরা একমত হয়েছেন যে “ইরান কখনই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বা অর্জন করতে পারবে না।”

পাঠকের কলমে

বাণিজ্যিক কার্যে ডোমেস্টিক এলপিজির ব্যবহার কেন

শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই বাণিজ্যিক কাজকর্মে ডোমেস্টিক (গার্হস্থ্য) এলপিজি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে সরকারি কোম্পানির ডোমেস্টিক গ্যাস ব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও একশ্রেণীর কারবারীরা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য এই অসদুপায় অবলম্বন করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে। অবশ্য বেআইনীভাবে ডোমেস্টিক এলপিজি ব্যবহারের বাড়বাড়ন্তের জন্য প্রশাসন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকদের উদাসীনতাও সমানভাবে দায়ি। সর্বত্র ছোটখাট অসংখ্য রেস্টুরেন্ট, খেকে শুরু করে ধাবা, তেলেভাজা সহ মিষ্টির দোকান, পাইস হোটেল এবং মেলায় বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকানপাটে প্রকাশ্যেই যথেচ্ছভাবে ডোমেস্টিক এলপিজি ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ আমরা জানি এইসব বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে কমার্সিয়াল এলপিজি ব্যবহার করতে হয়। কমার্সিয়াল এলপিজিতে ডোমেস্টিক এলপিজি’র মতো সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থার সুবিধা থাকে না। শুধু তাই নয়, কমার্সিয়াল এলপিজি’র দামও আলাদাভাবে নির্ধারণ করে কোম্পানীগুলি। এই দুই ধরনের

রান্নার গ্যাস অটোতে বিক্রির মাপজোপ চলছে নোদাখালীতে

এলপিজি’র ক্ষেত্রে দামের অনেকটাই ফারাক থাকে অর্থাৎ ডোমেস্টিক এলপিজি তুলনামূলকভাবে বেশ সস্তা দামেই মেলে। এই কারণেই অধিকতর বেশি মুনাফা লোটার জন্য বেআইনী পথে ব্যাপক সংখ্যায় ডোমেস্টিক এলপিজি সংগ্রহ করেন অসৎ কারবারীরা। কিন্তু, কোথায় প্রশাসনিক নজরদারী? কোথায় আইনের শাসন? যেদিকেই তাকাই সেদিকেই তো অসাধু কারবারীদের দাপট। দেশব্যাপী এই ডোমেস্টিক এলপিজির যেভাবে অব্যবহার হয়ে চলেছে তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিৎ। সাধারণ মানুষের ন্যায্য সুবিধাটুকুর সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর অসৎ কারবারীরা বেআইনী পথে আর্থিকভাবে ফুলেফেঁপে উঠবে সেটা কখনও একটা সভ্য দেশের পক্ষে শোভনীয় তো নয়ই এবং এতে পরোক্ষভাবে দেশের প্রকৃত আয় নির্ধারণও বাধা প্রাপ্ত হয় বলে মনে করি।

পবিত্র মণ্ডল,আউসগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান

উত্তরের আঙিনায়

গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বজরংবলী মন্দির

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: ১৯ জুন ভোর রাতের বৃষ্টিতে বিশালাকার গাছ ভেঙে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ের বজরংবলী মন্দির। আশেপাশের দোকানদার, এবং স্থানীয় মানুষরা জানান, বেশ শক্তপোক্ত ছিল গাছটি। হঠাৎ করে কি কারণে এইভাবে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো সেটা কিছুতেই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। দূরদুরান্ত থেকে ভক্তরা এসে এই মন্দিরে পুজো দিয়ে থাকেন। পরদিন সকাল হতেই রাস্তা থেকে পড়ে থাকা গাছ সরানোর কাজ শুরু হয়। জানা গিয়েছে, মন্দিরটি আবার পুনঃনির্মাণ করা হবে

শিলিগুড়ির সুভাষপল্লী বাজার সহ বিভিন্ন বাজার গুলিতে আসতে শুরু করেছে রূপালীশস্য ইলিশ মাছ। দাম অন্তত ১২০০,১৪০০,১৬০০ টাকা ওজন প্রতি, ক্রেতাদের ভালোই চাহিদা আছে।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: গ্রামের মানুষ আজও কৃষি নির্ভর। তাই ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রালয় কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ মাধ্যম গড়ে তুলেছে দেশের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির মধ্যে দিয়ে। ২৯ মে থেকে ১২ জুন পর্যন্ত এই এক পক্ষকাল ব্যাপী সারা দেশে

হয়ে গেল বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান নামে প্রায় দেড় কোটি কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অভিযান। ভারতীয় কৃষি ও কৃষক মন্ত্রালয়, ব্যারাকপুরের ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এবং নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আয়োজনে এক পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। প্রথমদিন কুলতলি বিধানসভার গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের বনঘেরী ও মধ্য গুড়গুড়িয়ার গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মুখোমুখি হন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। এরপরে একে একে জয়নগর ১ ও ২নং ব্লক, কুলতলি, মন্দিরবাজার, কুলপি, সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ডহারবার ১ নম্বর, মথুরাপুর ১ ও ২ নং, মগরাহাট ১ ও ২ নং মোট ১৪টি ব্লকে প্রায় ২৮ হাজার কৃষকদের মুখোমুখি হন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। তাদের সাথে চাষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন তারা। এই অভিযানের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই সমস্যা সমাধানের কি করনীয় তা ব্যাখা করেন। এই ১৫দিন দেশের ৭০০টি জেলায় ২ হাজারের বেশি বৈজ্ঞানিক দল অংশগ্রহণ করছে এই বিকশিত সংকল্প অভিযানে। ১২ জুন শেষ দিনে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে কৃষকদের কৃষি আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই অভিযান শেষ হয়।

অবশেষে বাঙালির পাতে পড়তে চলেছে ইলিশ

রবীন দাস, নামখানা : সম্প্রতি বাজারে ঢুকলো মরশুমের প্রথম ইলিশ। এই প্রায় ২৫ টন ইলিশ বাজারে এসেছে। ১৬ জুন সকালে

নামখানার খেয়াঘাটে প্রায় ২৫টি ট্রলার ইলিশ নিয়ে ফিরেছে। মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, মূলত আবহাওয়া অনুকূলে থাকার কারণে ট্রলারগুলি ভালো ইলিশ পেয়েছে। এই রূপ আবহাওয়া থাকলে আগামী কয়েকদিনের ভিতরে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণের ইলিশ আসার সম্ভাবনা আছে, তবে এই দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা বন্দরে মৎস্যজীবী ট্রলারগুলি ফিরলো রূপালী শস্য ইলিশ নিয়ে, ইলিশের ওজন প্রায় ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কিলো। এক একটি ট্রলার প্রায় ৩০ থেকে ৫০ ক্রেট ইলিশ নিয়ে বন্দরে ফিরেছে। তবে মৎস্যজীবীরা জানাচ্ছে এখন আবহাওয়া একটু খারাপ থাকায় তারা বেশিক্ষণ ধরে মৎস্য শিকার করা যাচ্ছে না। আবহাওয়া একটু পরিষ্কার হলে আরো বেশি পরিমাণে ইলিশ পাওয়ার আশা করছে। তবে এখনো পর্যন্ত যা রূপালী শস্য পেয়েছে তাতে তারা খুশি। মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রে খবর, এখনো প্রচুর সংখ্যক ট্রলার গভীর সমুদ্রে রয়েছে যারা ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করেছে মাছ নিয়ে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর মঙ্গলবারের পর থেকে টানা ২ দিন বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারণে গভীর সমুদ্রের মৎস্য শিকারে বিধিনিষেধ জারি করেছে। সেইরকমই নামখানা ফ্রেজারগঞ্জ সহ একাধিক নদীর এলাকার প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্রমশ ২ দিন ধরে চলছে মাইকিং প্রচার, তবে এই নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই মৎস্যজীবীরা ২ দিন ধরে সমুদ্রে গিয়ে মৎস্য শিকার বন্ধ রেখেছে। এ বিষয়ে মৎস্যজীবী তপন সরদার জানান, 'মরশুমের প্রথমেই ২ দিন ধরে যেভাবে ইলিশ মাছের দেখা মিলেছে তাতে আমরা খুব বিগত কয়েক মাস যেভাবে অনটনে চলছিল তার কিছুটা সুরাহাও করতে পারব। তবে আমারা প্রকৃতির খেয়ালে ২ দিন ধরে প্রশাসনের নির্দেশে মৎস্য শিকার করতে না যাওয়ায় কিছুটা লাভের মুখ থেকে বঞ্চিত হবে।' তিনি আরো বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে কারোর কিছু করার থাকেনা তবে সবে মরশুমের শুরু ২ দিন বসলেও কোনও অসুবিধা হবে না। ২ দিন পরে আবারো আমরা গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার করতে যাব এবং সমস্ত ভোজনপ্রিয়সী বাঙালির কাছে ইলিশ মাছ এনে দেবো।'

শুক্রবার বিকালে ছাতনা অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া কিষান ক্ষেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।

ছবি: শুভ্রাচল চৌধুরী

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

কম্পিউটার অপরাধ ভয়ঙ্কর

সাইবার ক্রাইম বা কম্পিউটার অপরাধ এমন এক ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ অপরাধ যা কম্পিউটার নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে নীরবে সাংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন ইন্টারনেট, মোবাইল, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, চ্যাটিং, এসএমএস ইত্যাদি। কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা সরলতার সুযোগে কোনও অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে কারও বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সন্মানহানি, শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি, হ্যাকিং, কপি রাইট লঙ্ঘন, নারীদের সন্মানহানি, শিশুদের পর্ণগ্রাফি, আন্তর্জাতিকভাবে গুপ্তচরবৃত্তি, আর্থিক প্রতারণা এই সমস্ত অপরাধগুলি সাইবার যুদ্ধ নামে আজ পরিচিত হয়েছে।

প্রতারকদের বিরুদ্ধে আইনত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট ২০০০ সালে চালু হলেও প্রয়োজনের তাগিতে এই আইনটি প্রতারণা থেকে মুক্ত করার জন্য আবার আমেন্ডমেন্ট হয় ২০০৮ সালে। মানে এক কথায় কাগজে কলমে বজ্র আঁটুনি। কিন্তু অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে তারা বুঝেছে এই আইন একদম ফস্কা গেরো। উৎসাহী পাঠকরা এই আইনের ধারা ৬৫ (কম্পিউটার নথির উৎসের সঙ্গে কারচুপি) ধারা ৬৬ (কম্পিউটার সম্পর্কিত অপরাধ) ধারা ৬৬এ (যোগাযোগ পরিষেবার মাধ্যমে আপত্তিকর বার্তা পাঠানোর শাস্তি) এরই সঙ্গে আইপিসির ধারা ২৯৪/৫০৯ ধারা ৬৬ই গোপনীয়তা লঙ্ঘনের শাস্তি, এ ছাড়া ধারা ৬৬বি, ৬৬ডি, ৬৬এফ (সাইবার সন্ত্রাসবাদের শাস্তি) ধারা ৭৮/৮০(পুলিশ এবং অন্যান্য অফিসারের প্রবেশ ও তল্লাশি তদন্তের ক্ষমতা)। ও ডিজিটাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট ২০২৩ নামে কেন্দ্রীয় সরকারের খুব কড়া আইনে আছে। বাংলায় যাকে বলা হয় ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন। এই আইন ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা ও রক্ষা করার অধিকার মূলত আপনার আমার ডেটা রক্ষা করার অধিকারকে সুরক্ষা ও স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া নতুন আইনে যেমন আছে তেমনি কোটি কোটি টাকা অর্থের বিনিময়ে নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তিও আনা হয়েছে। কিন্তু এতো আইন থাকা সত্বেও কেন আজ সাইবার অপরাধীদের পুলিশ বহুক্ষেত্রে গ্রেফতার করতে পারলেও তাদের তেমন শাস্তি হচ্ছে না? সেশন কোর্টে কিছু ক্ষেত্রে শাস্তি হলেও দেখা যাচ্ছে উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে বা মুক্ত হয়ে সেই সব অপরাধীরা বরং দ্বিগুণ উৎসাহে আরও নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করে মানুষের কষ্ট করে উপার্জিত অর্থ এটিএম ও ব্যাংক থেকে তাদের অর্থ তুলে নিতে পারছে। এখন কিন্তু আর জেল বলা যাবে না, সংশোধনাগার! সাধারণ গ্রাহকদের প্রশ্ন হচ্ছে গ্রাহকদের চেকে সামান্য সই না মিললে যেখানে তাদের টাকা কিছুতেই কোনো ব্যাংক থেকে তোলা যায় না, সেখানে শুধু নাম ক্লিক করেই প্রতারকরা ব্যাংক থেকে টাকা কি ভাবে তুলে নিতে পারছে? সাম্প্রতিক বহু ঘটনার মধ্যে সামান্য কয়েকটি জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা ও ঘটনার কাহিনী উল্লেখ করলাম। নিম্নে উল্লেখিত সত্য ঘটনাগুলো পড়লে হয়তো পাঠকরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন জালিয়াতিরা কি ভাবে নতুন নতুন সর্বনাশা বুদ্ধির দ্বারা কোনো কায়িক পরিশ্রম ছাড়া দিনের পর দিন অবলীলায় সর্বনাশ করে চলেছে।

কাস্টমস–এর নামে প্রতারণা

২০২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বারাকপুর কমিশনারেট সাইবার সেলে অভিযোগ জানান, যে এক ব্যক্তি নিজেকে দিল্লি কাস্টমসের আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে তাকে জানায় তার নামে দিল্লিতে একটি পার্সেল আসায় স্ক্যানারে ধরা পড়েছে সেই পার্সেলে নিষিদ্ধ মাদক রয়েছে এবং সেই কারণে তার বিরুদ্ধে একটি কেস স্টার্ট হতে চলেছে। তাকে নির্দেশ

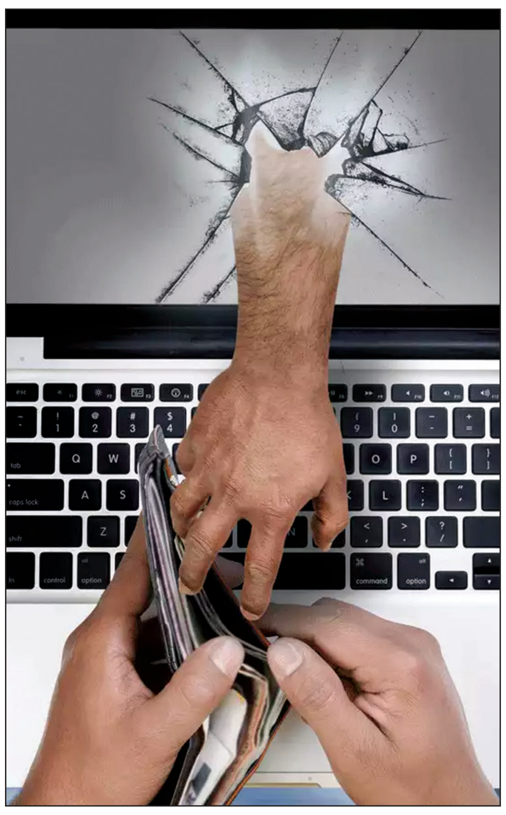

দেওয়া হয় ইমমেডিয়েট দিল্লির কাস্টমস হেড অফিসে এসে দেখা না করলে তার বিরুদ্ধে কোর্ট অর্ডারে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবে। আতঙ্কিত ও দিশাহারা হয়ে উনি এই কেস থেকে মুক্তির সাহায্য চাইলে তাদের কথা মতো একজন অ্যাডভোকেটের খরচ বাবদ একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথমে সেই ব্যক্তি প্রথম ৫০ হাজার টাকা পাঠালে পরে তারা ১০ হাজার টাকা সেই ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়ার নাম করে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জেনে নেয়, তার পরেই ছলে বলে কৌশলে সেই ব্যবসায়ীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ৫ কোটি ৮৯ লক্ষ ট্রান্সফার করিয়ে হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

তদন্তে পুলিশ তাদের দেওয়া মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে শিলিগুড়ি থেকে রাজু রায়, সোমনাথ তরফদার, পার্থ মণ্ডল, শুভম বারিক, সন্দীপ দে নামে ৬ জন হ্যাকারকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায় বহুদিন ধরেই তারা এই কাজে যুক্ত এবং এই চক্রের আসল পান্ডা দুবাইয়ে থাকে। এর আগেও তাঁরা একই অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল।

(চলবে)

রাসবিহারী বসুকে নিয়ে প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলে রাসবিহারী বসু ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাপানের ভূমিকা শীর্ষক এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। উপস্থিত ছিলেন জাপানি দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার মি: আশিদা, মধ্যমগ্রাম পৌর চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ, মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল বিএন হালদার, লেখক মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতাজি পরিবারের ইন্দ্রনীল মিত্র, নেতাজি বিশেষজ্ঞ ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন তথ্যচিত্র পরিচালক বোধিসত্ত্ব তরফদার। দুদিন ব্যাপী এই চিত্র প্রদর্শনীতে বহু ছাত্রছাত্রী ও স্কাউটের ছেলেমেয়েরা উপস্থিত ছিল।

রবীন্দ্র ভারতী গ্লোবাল স্কুলে আয়োজিত হল বিশেষ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার মহেশতলা এলাকার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয় রবীন্দ্র ভারতী গ্লোবাল স্কুলে সেখানকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল ৩ দিনব্যাপী একটি বিশেষ কর্মশালা 'স্টার ওয়ার্কশপ'। পশ্চিমবঙ্গের মহেশতলা ও বারাসাত ২ শাখার সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারাই এতে যোগদান করেন। রবীন্দ্র ভারতী গ্লোবাল স্কুলের গৌরবময় ইতিহাস বহু প্রাচীন। বিভিন্ন রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষা পর্ষদের অধীনে এই স্কুলের মোট ১৪২টি শাখা আছে এবং সিবিএসইর অধীনে আছে মোট ১৮টি শাখা। শাখাগুলির প্রধান কার্যালয় দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ শহরে

অবস্থিত। ৩ দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্কুলের প্রধান কার্যালয় থেকে আসা অ্যাকাডেমিক নির্দেশক শ্রীমতী রানী, অ্যাকাডেমিক সমন্বয়কারী সুজেন্দর সিং, মহেশতলা শাখার অধ্যক্ষ পায়েল ঘোষ সরকার এবং বারাসাত শাখার অধ্যক্ষ পিয়ালী ধর। এক্ষেত্রে স্কুলের ব্যবস্থাপকবৃন্দদের অবদানও ছিল অনস্বীকার্য। কলকাতার এ.জি.এম সন্তোষ, মহেশতলা শাখার এ.জি.এম– মাধবী পাত্র ও বারাসাত শাখার এ.জি.এম রমা দেবী– অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ওয়ার্কশপ চলাকালীন শিক্ষকবৃন্দকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যার প্রধান বিষয়গুলি ছিল ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতি আন্তরিক ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পড়ানো, গতানুগতিক প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে ব্যবহারিক প্রশ্নপত্র বানানো, শিশুর বিশেষ প্রতিভাকে চিহ্নিত করে সেই বিষয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

দুয়ারে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: এখন রাজ্যের প্রতিটি রেশন ডিলারের মাধ্যমে গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে দীঘার জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ। সম্প্রতি জগন্নাথের স্নানযাত্রা উপলক্ষে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে ধুমধাম করে পূজা অর্চনার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে সেই পূজার মহাপ্রসাদ এখন রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে রেশন ডিলারের মাধ্যমে গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। বজবজ ২ নম্বর ব্লকের এমআর ডিলার সজল কুমার মণ্ডলের রেশন দোকানেও দেখা গেল সেই চিত্র। পরিবার পিছু একজনকেই এই মহাপ্রসাদ দেওয়া হচ্ছে। রেশন কার্ডের নম্বর উল্লেখ করে গ্রাহককে সই করে প্রসাদ নিতে হচ্ছে। অনেকেই বাড়ি বসে দীঘার জগন্নাথ ধামের এই মহাপ্রসাদ পেয়ে খুশি। সুন্দর একটি প্যাকেটের মধ্যে আছে একটি বড় প্যাড়া এবং একটি গজা ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নামাঙ্কিত একটি চিত্র যেখানে দীঘার জগন্নাথ মন্দির এবং জগন্নাথ বলরাম

ও সুভদ্রার ছবি শোভা পাচ্ছে। সব সম্প্রদায়ের জন্য প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডিলাররা জানাচ্ছেন, বেশিরভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরাই প্রসাদ নিতে অনীহা প্রকাশ করছে।

পোস্টমাস্টারকে তালাবন্দি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাকঘর অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হবে এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই ডাকঘরের কর্মীদের তালাবন্দী করে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামের মানুষ।

জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এই গ্রামে ব্যাঙ্কের কোনো শাখা নেই। নিকটবর্তী ব্যাঙ্কে যেতে গেলে পাড়ি দিতে হয় ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে থাকা বারিকুলে। স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে স্থানীয়রা পুরোপুরি নির্ভরশীল স্থানীয় ডাকঘরের উপর। কিন্তু সম্প্রতি বিশেষ সূত্রে স্থানীয়রা জানতে পারেন ডাকঘরটি প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে বাগডুবি গ্রামে স্থানান্তরিত করা হবে। আর তাতেই এলাকার মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে ডাকঘরের এই স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য ডাকঘর কর্তৃপক্ষকে লিখিত আবেদন জানান স্থানীয়রা। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি সেই আবেদনে কোনোরকম সাড়া না মেলায় ১৩ জুন স্থানীয়রা সিন্দ্রিয়াম ডাকঘর খুলতেই কর্মীদের ভেতরে রেখে বাইরে থেকে দরজা তালাবন্দী করে বিক্ষোভ শুরু করে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবী ডাকঘর স্থানান্তর হলে তাঁদের যে কোনোরকম আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হয়রানির মুখে পড়তে হবে। একইসঙ্গে গ্রামের প্রত্যেকের পোস্টাল ঠিকানা বদলে যাওয়ায় চূড়ান্ত সমস্যার মুখে পড়তে হবে তাদের। ডাকঘর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বদল না হলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে ওই ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার জানিয়েছেন, 'ডাকঘর স্থানান্তরের এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে গ্রামবাসীরা কোনোভাবে খবর পেয়ে এই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি নিয়ে আবেদনও জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।'

স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আবেদন জানালেন বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পারিবারিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আবেদন জানালেন ৬০ বছরের পাথরপ্রতিমা থানা এলাকার এক বৃদ্ধা। নিজেই কাকদ্বীপের মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে এই আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বারে বারে পঞ্চায়েত, পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। উল্টে অত্যাচার আরও বেড়েছে । কয়েকদিন আগেও তিনি নিজের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আবারও তাঁকে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এবিষয়ে তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে তাঁর উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এমনকি পায়ে শিকল বেঁধে রাখা হতো চলতো মারধর। দুবেলা খেতেও দেওয়া হয়নি। বৃদ্ধার স্বামী, ছেলে ও বৌমা মিলে এই অত্যাচার করছে। পরিবারের অত্যাচারে বর্তমান তিনি বাড়ি ছাড়া হয়ে রয়েছেন। শেষমেষ ছোট মেয়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।' কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক মধুসূদন মন্ডল বলেন, 'যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি বিষয়টি পুলিস প্রশাসনকে পদক্ষেপ গ্রহণের করার কথা বলা হয়েছে।'

সুকান্তকে ঘিরে তুলকালাম

প্রথম পাতার পর

আমাকে এবং আমার মাকে উদ্দেশ্য করে যেভাবে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দেওয়া হল এটা তৃণমূলের কোন সংস্কৃতি? তৃণমূলের নির্দেশে এই সমস্ত কাজ করেছে জিহাদীরা, এখানে বাংলাদেশ থেকেও লোকজন আনা হয়েছে।' তিনি এও বলেন, 'এখানে যদি এই পরিস্থিতি চলতে থাকে তাহলে কোনদিনই অবাধ ভোট হবে না। বিষয়টি আমি লোকসভাতেও উত্থাপন করব সকলকে দেখাবো যে দেখুন ডায়মন্ডহারবার মডেলের খবর সাধারণ মানুষ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আমাদের কি করার আছে?' প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মেটিয়াব্রুজ বিধানসভার অন্তর্গত রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় তুলসী মঞ্চ ভাঙাকে কেন্দ্র করে, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছিল। কোর্টের অনুমতি নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকে মহিলারা মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন,

কেমন গণতন্ত্র চলছে।' সুকান্তবাবু বলেন, 'মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তৃণমূল কর্মীরা এখানে গেরুয়া টিক্কা পরে এসেছে। তৃণমূল সূত্রের 'শাসক তৃণমূলের মদতেই আমাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। তবে আমি আহত এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।'

মৃত্যুমুখে ইছামতী

প্রথম পাতার পর

এ সমস্ত কারণেই ওই এলাকা জলশূন্য হয়ে পড়েছে।' বাসুদেববাবু আরও বলেন, নদীয়ার সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ষাঁড়াহাটি থেকে উত্তর ২৪ পরগণার ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যবেড়িয়া পর্যন্ত প্রায় ৬৫ কিলোমিটার নদীপথে কচুরিপানা জমে নদী চলমান শক্তি হারিয়েছে। এইসব এলাকায় মশাবাহিত রোগে লোক জর্জরিত। কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে সেই কচুরিপানা তুলে জৈব সারে পরিণত করে তা বিক্রির চিন্তাভাবনা করা হয়। এক কথায় উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহাকুমা জুড়ে নদীর করুন অবস্থা। ইছামতীর ২১০ কিলোমিটার বিস্তৃতির মধ্যে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার অংশ বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে। সেই অংশের সংস্কার প্রয়োজন। ইছামতী সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার একবার ৫২ কোটি ও পরবর্তীতে ৭২ কোটি টাকা দেয়। কিন্তু বিক্ষিপ্ত সংস্কারে কোনও কাজ হবে না। উৎসমুখ থেকে পুরো নদীটারই আমূল সংস্কার প্রয়োজন। না হলে ইছামতীকে বাঁচানো যাবে না। এবং পুরো জনপথটাই হারিয়ে যাবে। আর এমনটা হলে গোটা উত্তর ২৪ পরগণা জেলাই বিপন্ন হবে।'

সম্প্রতি বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ আসন্ন বর্ষায় বনগাঁ পুর এলাকার কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কায় ইছামতী নদী সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু এটাই স্থায়ী সমাধানের পথ নয়। পুরো ইছামতী নদী সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নদীর আগের গতিপথকে ফিরিয়ে আনতে পারলে নদী পাশ্ববর্তী হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকার মানের উন্নতি হবে বলে বাসুদেব বাবু মনে করেন।

ইছামতী নদী ও তার আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে গবেষণারত পিএইচডি–র জনৈক ছাত্র বিজু বালা বলেন, 'বাংলা হল মূলত নদীমাতৃক ভূমি। উত্তর ২৪ পরগণার জনজীবনে ইছামতী নদীর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। এই নদী সংস্কার হলে নদী পার্শ্বস্থ জনজীবন ও তার আর্থ–সামাজিক অবস্থার অভাবনীয় উন্নয়ন হবে, এতে কোনও সংশয় নেই।'

কিন্তু এসব কথা, উপদেশ মানবে কে? বোবা, কালা, অন্ধ প্রসাশনের পক্ষে তা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। যদি তা হত তাহলে ইছামতীর অন্তর্জালী যাত্রার আগে কোনও উদ্যোগ দেখা যেত। জেলা থেকে পঞ্চায়েত এখন সব ঘুমিয়ে। অদূর ভবিষ্যতে জাগার আশা কম।

বাড়ির ছাদের টিনের সেড, পৌর আইনে নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতাসহ দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ বাড়ি বহু বছরের পুরনো হওয়ায় বাড়ির ছাদ দিয়ে জল চুঁইয়ে ঘরের মধ্যে জল পড়ছে। এইরকম পুরনো বাড়ির বাসিন্দাদের অনেকেই ছাদের উপরে আয়রণ পোস্ট দিয়ে একটি টিনের সেড করার অনুরোধ নিয়ে আসছেন বলে জানান কালীঘাট অঞ্চলের ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি প্রবীর মুখোপাধ্যায়। পৌরপ্রতিনিধির বক্তব্য, 'কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং আইনে 'রি–কনস্ট্রাকশন অব রূফ' বলে একটি শর্ত বা চুক্তি আছে। বাড়ির ওপর আয়রণ পোস্ট দিয়ে সেডের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার 'কেএমসি বিল্ডিং

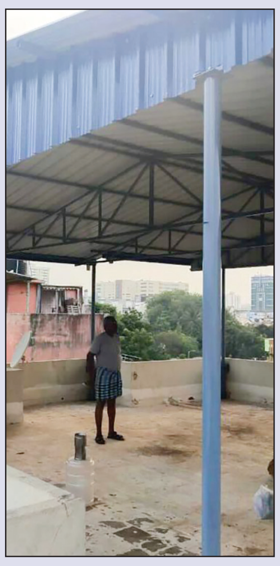

রুলসে' কী কিছু ছাড় দিতে পারে? এইক্ষেত্রে ওই সেডের উচ্চতা কী নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে?' এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'এ বিষয়ে ১৯৮০–র কলকাতা পৌর নিগম আইনে কোনও কিছু বলা নেই। আপনার ওয়ার্ডের সমস্যা সারা কলকাতা জুড়ে অল্পবিস্তর আছে। সেই সূত্রেই প্রয়োজন অনুসারে মানবিকতার দিক দিয়ে বিচার করে 'কেস টু কেস বেসিসে কলকাতা পৌরসংস্থা অনুমোদন দিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য এই টিনের সেড দেওয়ার আগে কলকাতা পৌরসংস্থার নথিভুক্ত এলবিএস বা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে নকশা তৈরি করে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে অনুমতি নিতে হয়। আর এই সেডের উচ্চতা তিন মিটার পর্যন্ত অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। আর ছাদ দিয়ে চুঁইয়ে বৃষ্টির জল ঘরে পড়ছে বা দোতলার ঘরগুলি রৌদ্রের তাপে ভীষণ রকম গরম হচ্ছে। তাতে একটা গ্যালভানাইজ টিনের সেড করা যেতেই পারে। তবে স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি সার্টিফিকেটটা কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের কাছে জমা দেওয়াটা আবশ্যিক বিষয়'।

১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রয়াণ দিবস পালন করা হল কেওড়াতলা মহাশ্মশানের স্মৃতি সৌধতে। কলকাতা পৌরসভার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পৌরপ্রতিনিধি তথা সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক তথা এমএমআইসি দেবাশিষ কুমার সহ অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। অনাড়াম্বরের শততম প্রয়াণ বর্ষটি দেশবন্ধুর কাছেও আবছা হয়ে রইলো। কারণ তাঁর মূর্তির চশমাটি এখনও প্রদান করা যায়নি। তবে আধিকারিকরা জানালেন, নতুন চশমা কেনার প্রক্রিয়া চলছে।

জতুগৃহের রূপে কলেজ স্ট্রিট

বরুণ মণ্ডল : উত্তর কলকাতার কলেজ স্ট্রিট এলাকার বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট ও শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট সংলগ্ন গোটা বইপাড়া প্রায় জতুগৃহের সমান। ন্যূনতম অগ্নি নিবারণের কোনও ব্যবস্থা না করেই এখানে দীর্ঘদিন ধরে বইয়ের ব্যবসা ফুটপাথের ওপর স্টল নির্মাণ করে চলছে। স্থানীয় ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সুপর্ণা দত্তের প্রশ্ন কলকাতা পৌরসংস্থা কী অঞ্চলটিকে সুরক্ষিত করতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? এবং যদি পারে, সেক্ষেত্রে সেটি কী হতে পারে?

এবিষয়ে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, 'বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট ও শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট সংলগ্ন বইপাড়া এলাকার সিংহভাগ স্টলই কিন্তু ফুটপাথের ওপর রয়েছে। ব্ল্যাকটপের ওপর কোনও স্টল নেই। এই সকল স্টলগুলি নিয়মকানুন মেনে ব্যবসা করছে কী না, সে বিষয় কোনও অভিযোগ থেকে থাকলে নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করা হবে। আর অগ্নি সুরক্ষা বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের দমকল দপ্তরের বিষয়। সেটার জন্য দমকল দপ্তরকে চিঠি লিখতে হবে।'

আরজি কর এলাকায় হবে ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার 'কলকাতা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ক্যানাল ইস্ট রোড ও ক্যানাল ওয়েস্ট রোডের ওপর গাড়ি চলাচলের একটি ব্রিজ নির্মাণ করার পরিকল্পনা বহু বছর আগে থেকেই আছে। এটি তৈরি হলে কলকাতা রেলওয়ে স্টেশন থেকে গাড়ি সরাসরি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে এসে পড়বে। আর এটি তৈরি হলে আর.জি.কর হাসপাতাল এলাকায় এবং আর.জি.কর.রোডের ওপর গাড়ির চাপ কমবে। তাতে খুবই বহু গাড়ি সহজে দ্রুত বিভিন্ন দিকে চলে যেতে পারবে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ডা.মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাবে বলেন, পরিকল্পিত এই ব্রিজটির নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু হলে কলকাতা রেলওয়ে স্টেশন ও আর.জি.কর হাসপাতাল এলাকা উপকৃত হবে। এলাকায় এই ব্রিজ খুবই প্রয়োজন।

এই প্রস্তাবের জবাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, 'উক্ত প্রস্তাবটি কলকাতা পৌরসংস্থার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। ব্রিজ তৈরি করা কলকাতা পৌরসংস্থার কাজ নয়। তবুও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে এটা বলতে পারি এখনই এই ব্রিজের বিষয় কোনও পরিকল্পনা নেই। কিন্তু এটা কেএমডিএ –এর মাস্টার্স পরিকল্পনার মধ্যে এটা আছে। এটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য রাখা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের পাওনা টাকা পাওয়া গেলে, তখন এটা নিয়ে চিন্তা করবো।'

প্লাস্টিক অভিশাপ না আশীর্বাদ প্রমাণিত হবে আগামীদিনে

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখতে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী একবার ব্যবহৃত পাতলা প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। কলকাতায় ১২০ মাইক্রনের নীচের পাতলা প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও একবার ব্যবহৃত পাতলা প্লাস্টিক, থার্মোকল প্রচুর পরিমাণে কলকাতা পৌর এলাকায় নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে, ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং কলকাতা শহরাঞ্চলের প্রত্যেকটি এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যার দরুণ সামান্যতম বৃষ্টিতেও প্রতিটি এলাকা জলমগ্ন হয়ে ওঠে। এ প্রস্তাব তুলে বেহালার ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্র বলেন, 'এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে একবার ব্যবহৃত নিম্ন মাইক্রন সম্পন্ন প্লাস্টিকের বর্জন করার প্রস্তাব রাখছি।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, পরিবেশতত্ত্ববিদরা একেক সময় একেক রকম তথ্য ৫০, ৬০, ৭০, ৭৫ থেকে এখন ১২০ মাইক্রনের প্লাস্টিক নিয়ে আলোচনা করছে। স্বাভাবিকভাবে পৌর আধিকারিক থেকে শুরু করে সমাজের নাগরিকরা মাঝে মাঝে এবিষয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এই প্লাস্টিক বর্জ্য বিষয়ে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বর্তমানে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান স্থগিত রয়েছে। আগামী শারদোৎসবের পরে আবার একবার ব্যবহৃত পাতলা প্লাস্টিক নিয়ে নিষিদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হবে।

প্রসঙ্গতক্রমে জানিয়ে রাখি, কলকাতা পৌর এলাকার কোথাও পাতলা প্লাস্টিক তৈরি হয় না। অন্য রাজ্য থেকে এ রাজ্যে প্লাস্টিক আসে, বিভিন্ন প্যাকেজিংঙের মাধ্যমে। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারেরেই উচিত বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সুনির্দিষ্ট প্লাস্টিক নিয়ে আইন বা নিয়ন্ত্রণ নীতি তৈরি করা। যেটি রাজ্যগুলি বাস্তবায়ন করতে পারে। আজ গুজরাত থেকে বা ওড়িশা থেকে প্যাকেজিংঙের মাধ্যমে কলকাতায় কিছু চলে আসে। কলকাতাবাসী সেটা কিনে ব্যবহার করছে আর প্লাস্টিকটা কলকাতার রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের কর্মীরা সেগুলি ডাস্টবিনে ফেলছে। সেগুলি বর্তমানে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রেভার ব্লক তৈরি হচ্ছে। আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে। তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে 'প্লাস্টিক অভিশাপ না আশীর্বাদ সেটা আগামীদিনে প্রমাণিত হবে। তবে কলকাতা পৌর এলাকায় একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয় না বলে স্বপন সমাদ্দার জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ডিজিটাল গজ থিকনেস মিটার দিয়ে প্লাস্টিকের ঘনত্ব মাপা হয়। প্লাস্টিকটি কতটা পাতলা বা মোটা সেটা এই মিটার দ্বারা জানা যায়।

আইনি জটে না–ভাঙা বাড়িতে পৌর ফ্লেক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইনি জটিলতায় কোনও অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে না পারলে কলকাতা পৌরসংস্থা এবার থেকে ফ্লেক্স টাঙিয়ে পৌরবাসীকে জানিয়ে দেবে কেন এই বাড়িটি বা নির্মাণ ভাঙতে অপারগ। ১৩ জুন কলকাতার নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতায় এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম একথা জানান। তিনি জানান, 'যেসব বেআইনি বাড়ি ভেঙে ফেলার বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছেন কিন্তু আদালতের আদেশে যেসব ক্ষেত্রে ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সেসব বাড়ির সামনে একটি ফ্লেক্স লাগিয়ে দেওয়া হবে যে, আদালতের নিষেধাজ্ঞায় বাড়িকে কলকাতা পৌরসংস্থা ভাঙতে পারছে না। কারণ সাধারণ মানুষজন সাধারণত ভেবে থাকে এই পয়সা খেয়ে নিয়েছে। ভিতরে ভিতরে 'গট–আপ হয়ে গিয়েছে। তাই কলকাতা পৌরসংস্থা ভাঙছে না। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারছে না যে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞায় কলকাতা পৌরসংস্থা বাড়িটি ভাঙতে পারছে না। এবার থেকে ২ ফুট বাই ৪ ফুটের একটি ফ্লেক্স লাগিয়ে দেওয়া হবে। যাতে সবার চোখে পড়ে। তাতে লেখা থাকবে, কলকাতা পৌরসংস্থা এই বাড়িটি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু কোর্ট অর্ডার নম্বর......, কেস নম্বর....... এর জন্য বাড়িটি ভাঙতে পারছে না। মানুষ জানুক কলকাতা পৌরসংস্থা কোর্টের জন্য বাড়িটি ভাঙতে পারছে না। আর মানুষজন ফ্লেক্সটি ছিঁড়ে ফেললেও যদি একদিনের জন্যও ফ্লেক্সটি থাকে, তবে কিছু লোকজন সেটি তো দেখলো। মানুষ জানুক কলকাতা পৌরসংস্থা এটা ভাঙার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোর্টের জন্য ভাঙতে পারলো না। আবার কোর্টের সঙ্গে আইনি লড়াই লড়ে যেদিন কেএমসি জিততে পারবে। সেদিন বেআইনি বাড়িটি নির্মাণটি ভাঙা হবে।'

উল্লেখ্য, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কলকাতা পৌরসংস্থা বেআইনি বাড়ি ভাঙতে যাওয়ার আগেই বাড়ির মালিক বা কোনও ব্যক্তি আদালতে মামলা করে দেয়। ফলে, কলকাতা পৌরসংস্থা বেআইনি ভাঙতে পারে না। এদিকে জনমানস মনে করে কলকাতা পৌরসংস্থা বেআইনি নির্মাণ দেখেও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

রূপশ্রী প্রকল্পে পাত্রের বর্তমান–স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিবাহ আইন(১৯৫৫) নথিভুক্তিকরণ করার ক্ষেত্রে নাগরিক সুবিধা পাওয়ার প্রসঙ্গে অধিকাংশ মেয়েরাই বা তার পরিবার এই বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত নন। সেক্ষেত্রে পাত্রপক্ষের কাগজপত্র আনানোর ক্ষেত্রে এবং অধিকাংশ বিবাহ কলকাতার বাইরে সম্পন্ন হওয়ায় 'বিবাহ আইন নথিভুক্তিকরণে'র কাগজপত্র সঠিক সময়ে দেওয়া যায় না। তাই রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে(এককালীন ২৫ হাজার টাকা) সমস্যা হচ্ছে। এই সমাধান কীভাবে সম্ভব? উত্তর কলকাতার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি প্রাক্তন উপমহানাগরিক মীনাদেবী পুরোহিতের করা প্রশ্নের উত্তরের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রূপশ্রী প্রকল্পের নোডাল ডিপার্টমেন্ট হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তর। রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার নিয়মাবলির ক্ষেত্রে পাত্রীকে প্রস্তাবিত বিবাহের প্রমাণ স্বরূপ আনুষ্ঠানিক বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহের নিমন্ত্রণের কার্ড পেশ করতে হবে। আর যদি পাত্রীপক্ষ আনুষ্ঠানিক বিয়ে না করে, রেজিস্ট্রি বিয়ে করে, তাহলে রেজিস্ট্রির নোটিশটা বা রেজিস্ট্রি নথিভুক্তিকরণের রিসিভ কপি (রেজিস্ট্রি ২ মাস বা ১ বছর পর করলেও অসুবিধা নেই) দাখিল করতে হবে। তবেই রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে। দ্বিতীয়টি হল, পাত্রপক্ষের বিবরণ হিসেবে পাত্রের বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা, পাত্রের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও পাত্রপাত্রীর রঙিন ছবি। তৃতীয়ত, পাত্রপক্ষ কলকাতা পৌর এলাকার বাইরের বাসিন্দা হলে সেই ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড দিতে হবে। পাত্রপক্ষ অন্য রাজ্যের বাসিন্দা হলেও তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ পেশ করতে হবে। হিন্দু বা মুসলিম উভয় ধর্মের ক্ষেত্রে সমান নিয়ম। তবে উভয় পক্ষকে স্মরণে রাখতে হবে একবার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি বা মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বা আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়ে গেলে আর রাজ্য সরকারের রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে না।

নাজেহাল : হাওড়া মাকড়দহ মোড়ে জমা জলে মানুষ নাজেহাল। প্রশাসন নির্বিকার। **ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী**

বিপজ্জনক : অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই জলের তলায়, কোটি টাকার মাল্টি কমপ্লেক্স, জোকার কাছে। **ছবি : অভিজিৎ কর**

পরিবর্তে : ৫ জুন থেকে ক্রেডাই ২ কিলো প্লাস্টিকের পরিবর্তে ১ কিলো চাল প্রদানের কর্মসূচী সম্পন্ন হল ১৬ জুন চেতলায়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরস্থার কর্মকর্তা সহ কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। **ছবি : প্রীতম দাস**

নতুন: বৃহত্তর মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন অফ ইনার হুইল ইন্ডিয়া বন্ধুত্ব এবং পরিষেবার মূল মন্ত্র দ্বারা উজ্জীবিত। তাদের ৫০ তম বর্ষে সভাপতি হলেন জ্যোতি মহীপাল। উপস্থিত ছিলেন পূর্বতন সভাপতি মমতা গুপ্ত, পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যশিল্পী মল্লিকা সারাভাই। এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসরোর বিজ্ঞানী ঋতু কারিধাল শ্রীভাস্তাব। **ছবি : সুমন সরদার**

বর্ষায় বঙ্গ : পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া জেলার সীমান্ত ঘেঁষে বয়ে যাওয়া ভাগীরথী নদীর বৃষ্টিস্নাত রূপ। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাটোয়া প্রান্তে ছবিটি তুলে পাঠিয়েছেন প্রকৃতি প্রেমী শুভেন্দু সাহা।

যাওয়া আসার পথে পথে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

প্রাপ্তি স্মৃতি পাঠাগার

পুরুলিয়ায় গরিব আদিবাসীদের একটি সাপ্লিমেন্ট স্কুলে গিয়ে সুপারভাইজার দেখলেন ক্লাস টেনের ৪ জন ছাত্রীর মধ্যে ২ জন আসে না। অথচ, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের মাধ্যমিক।

– কেন ওরা দু'জন আসে না? প্রশ্ন করেন ওই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক কাম সুপারভাইজার দীপ্তেশ মণ্ডল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকমশাইরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি শুরু করেন।

– কী হল বলুন। বিরক্ত হয়ে জানতে চান সুপারভাইজার।

একজন শিক্ষক বলেন, ওরা বিয়ে করেছে।

– সে কি? ১৪/১৫ বছরের কিশোরী বিয়ে করে নিল, আর আমরা চুপ থাকলাম! কিছু প্রতিবাদ করলেন না আপনারা! সুপারভাইজার উত্তেজিত হন।

সুপারভাইজার থামেন না। বলেন, 'চলুন, মিটিং শেষে আমরা ওই ছাত্রীদের বাড়ি যাব।'

কিছুক্ষণ বাদে সুপারভাইজার লক্ষ করলেন, কয়েকজন শিক্ষকমশাই বাইরে বেরিয়ে ফিসফিস করে কিছু আলোচনা করছেন। বাইরে এসে ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান দীপ্তেশ।

রুক্ষ চেহারার দীপ্তেশ জানতে চাইলেন, কী আলোচনা হচ্ছে এখানে?

অঙ্কের শিক্ষক মানগোবিন্দ তন্তুবায় বললেন, স্যার অনিলবাবু কিছু বলতে চান।

– বলুন, কী বলবেন।

– স্যার, আপনি কি সত্যিই আদিবাসীদের ওই পরিবারগুলোতে যাবেন?

– যাবই তো। আপনাদের নিয়েই যাব। দীপ্তেশের জবাব।

– স্যার বলছিলাম কি....... অনিল হাত কচলাতে থাকেন।

– আরে বলুন, অসুবিধাটা কী?

ইংরেজির শিক্ষক পরিমল মাহাত ফস করে বলে ফেলেন, 'স্যার এটা তো আদিবাসীদের কাস্টম, পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে তো করে ওরা। আমরা কি এর প্রতিবাদ করতে পারি?'

দীপ্তেশ বলেন, ভেতরে চলুন। একটা পরিকল্পনা করব আমরা। সবাই ভেতরে আসেন।

দীপ্তেশ বলা শুরু করেন। 'আজ বিকেলে পুনুড়ায় প্রাপ্তি স্মৃতি পাঠাগারে একটা সভা আছে। আপনারা তো জানেন কলকাতার একটি সংস্থা থেকে ওখানে লাইব্রেরি কাম কাফে তৈরি হয়েছে। সেখানে আ–ার ঢঙে অনেক ভাল আলোচনা হয়। গ্রামের বহু আদিবাসী আসেন। ওঁদেরকেই আমরা জানতে চাইব, ক্লাস টেনের আদিবাসী ছাত্রী নিজেদের প্রথার নামে বিয়ে করলে সেটা আদিবাসী সমাজ মানবেন কিনা। আদৌ কি এরকম প্রথা ওদের মধ্যে এখনও চালু আছে?' চুপ করেন দীপ্তেশ। মানগোবিন্দবাবু খুব উদ্যোগী শিক্ষক। বলেন, 'খুব ভাল হবে স্যার। আমরা যাব।'

সবাই বেশ উল্লসিত হন পুনুড়ার কাফেতে যেতে। একজন শিক্ষক বলেন, 'কলকাতার কফি হাউসের মতন হবে হয়ত।' খানিকটা বিস্ময় তাঁর চোখে মুখে।

বিকেলে সবাই পৌঁছে যান কাফেতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কেউ কম্পিটারে কাজ করছেন, কেউবা খবরকাগজে মগ্ন। দীপ্তেশ তাঁর শিক্ষকবন্ধুদের নিয়ে ঢোকেন। ওখানে ছিলেন পানিপাথর গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান মামনি বেসরা, সোমনাথ বেসরা সহ আরও অনেকে। কোনো ভনিতা ছাড়াই ধাদকিগোড়া গ্রামের সমস্যাটা তোলেন দীপ্তেশ। সোমনাথ বেসরা বলেন, 'আমরা তো আদিবাসী, আমার ২ মেয়ে কনকলতা, বনলতা। এদেরকে আমি ২১ বছর না হলে বিয়ে দেব না।' এক শিক্ষক বলেন, 'আপনার কথা বলছি না, ধাদকিগোড়ার ওই ২টি মেয়ের ক্ষেত্রে আমরা কী করব বলুন। বলতে গেলে আদিবাসী সমাজে কি আঘাত করা হবে?'

উপস্থিত উপপ্রধান বলেন, 'আদিবাসী সমাজে কোনো আঘাত করা হবে না। আপনারা তো শিক্ষক, আপনারা জানেন, সরকার নিয়ম করেছে ২১ বছরের আগে কোনো মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। আমাদের আদিবাসীদের জন্য তো আলাদা নিয়ম করেনি। এছাড়া...' উপপ্রধানের কথা শেষ হয় না। সোমনাথবাবু বলতে শুরু করেন, 'আমাদের আদিবাসী সমাজে এরকম কোনো নিয়ম এখন নেই। সবাইকে পড়াশোনা করতে বলা হয়। অভাবের কারণে অনেকে পড়া ছেড়ে দেয়। ঘরে বসিয়ে না রেখে কেউ কেউ বিয়ে দিয়ে দেয়। সেটা আলাদা কথা।'

উপপ্রধান মামনি বেসরা এবার নির্দেশের ভঙ্গিতে বলেন, 'আপনারা ওই ছাত্রীদের বাড়ি যাবেন। ওদের গার্জেনদেরকে বোঝাবেন। ছাত্রীগুলা কোথায় আছে ডাকতে বলবেন। বলবেন, ইসকুলে চল। আগে পরীক্ষাটা দে।'

অঙ্কের শিক্ষকের মুখটা কেমন ঝাপসা হয়। উনি হয়ত ভাবছেন, যদি কোনো বিপদ হয়। সেটা অনুমান করে।

স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোপাল মাহাত চায়ের শেষ চুমুকটা দিয়ে বলেন, 'আপনারা শিক্ষক। বাবা–মায়ের মতন আপনাদেরও অধিকার আছে শিক্ষার্থীর ওপর। সবাইকে বোঝান কাজ হবে।' শিক্ষক রবিনবাবু বলে ফেলেন, 'আমরা তো সাঁওতাল সমাজের নিয়মকানুন জানি না। তাই....'

দীপ্তেশ এতক্ষণ সবকথা মন দিয়ে শুনছিলেন, বলেন, 'আচ্ছা আমার একটা প্রস্তাব আছে। বলতে পারি?'

তিনি এদিক ওদিক একটু তাকান। বলেন, এই কাফের ম্যানেজার কে? প্রমোদ মাহাত এগিয়ে আসেন। বলেন, আমি। প্রমোদকে দেখে দীপ্তেশের ভাল লাগে। বেশ সপ্রতিভ স্মার্ট যুবক। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনি। আবার এনজিও–র উদ্যোগে তৈরি হওয়া এইসমস্ত কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব নিয়েছেন নিজের কাঁধে। গল্প করা তাঁর নেশা। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাপ্তি স্মৃতি পাঠাগারের পাঠক অনেক বেড়ে গেছে। বিকেল হলেই সবাই আসেন প্রমোদবাবুর টানে। তিনি এখানকার মুশকিল আসান এখন। তাঁর কাছে এলেই সব সমস্যার সমাধান হয়।

প্রমোদ দীপ্তেশকে বলে, 'স্যার বলুন কী বলবেন বলছিলেন।'

বলছিলাম, আমাদের শিক্ষকরা যাতে সাঁওতালসমাজ সম্পর্কে জানতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করবেন?

প্রমোদ যেন এই প্রস্তাবটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'আজ বিকেলেই আসুন এখানে, চা–কফি খেতে খেতে সব জানা হয়ে যাবে।'

– কীভাবে?

– সোমনাথদাকে আসতে বলব। উনি তো নিজে সাঁওতাল। নিজের সমাজের সব রীতিনীতি জানেন।

– কী সোমনাথ দা আসবেন তো আজ বিকেলে?

আমি একপায়ে খাড়া। বলেন হাসিখুশী যুবক সোমনাথ বেসরা।

উপপ্রধান বলেন, 'দেখুন আপনারা আলোচনা করুন, শিখুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনারা এখনই ওই ২ ছাত্রীর বাড়ি যান। ওরা কী বলছে, আমাকে পঞ্চায়েতে রিপোর্ট করবেন। নতুবা আমি বিকেলে আবার আসব প্রমোদবাবুর কফি খেতে।' খুব জোরে হাসেন আদিবাসী উপপ্রধান। পুন: আদিবাসী ছাত্রীরা বিয়ে করেনি। ওরা ২০২৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। একজন পাশ করেছে। অন্যজন অল্প নাম্বারের জন্য ফেল করেছে।

রবিবাসরের রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন

শ্রেয়সী ঘোষ: রবিবাসরের ৯৬ বছরের চতুর্থ অধিবেশনটি বসেছিল শরৎচন্দ্রের বাসভবনে ১৫ জুন সন্ধ্যায়। স্বাগত ভাষণ দেন আহ্বায়িকা স্বস্তি মণ্ডল। বার্ষিক ৫৬ সংখ্যক রবিবাসরের সংকলন গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করলেন সংস্থার সর্বাধ্যক্ষ পার্থ ঘোষ। গানে, কবিতায়,বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনে অংশ নিলেন সংস্থার সভ্য সভ্যারা। গানে অংশ নিয়েছিলেন জগদীন্দ্র মণ্ডল, আলপনা সেনগুপ্ত, শেলী ভট্টাচার্য্য, পারমিতা রায়, ঋজু রায়, শঙ্কর ঘোষ। কবিতা পাঠে ও বক্তব্যে অংশ নিলেন মীনাক্ষী সিংহ, মমতা রায়, শিবাজী চৌধুরী, কৃষ্ণপদ দাস, সুস্মিতা দাস, পল্লব মিত্র, কোহিনূর কুমার। যথারীতি সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন সংস্থার সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিলড্রেন'স হাট ড্রয়িং স্কুলের রজতজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার চিলড্রেন"স হাট ড্রয়িং স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষের উৎযাপন ৬–৮ জুন অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ কলকাতার মেনকা সিনেমা হলের নিকটস্থ 'গ্যালারী গোল্ড আর্ট গ্যালারীতে।' স্কুলের কর্ণধার চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ পালের উদ্যোগে মোট ১০৪ জন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও আলোক চিত্রশিল্পীর সর্বমোট ১৪৫টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়।

স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় সহ চিত্রশিল্পী–ভাস্কর দেবাশিষ মল্লিক চৌধুরী, তবলাবাদক ও সুরকার পণ্ডিত মল্লার ঘোষ, লেখিকা–অভিনেত্রী মল্লিকা ঘোষ, চক্ষুচিকিৎসক–আলোকশিল্পী ডা. সোমদত্ত প্রসাদ, আলোকশিল্পী ডা. সৌম্য দাস ও প্রখ্যাত ভাস্কর কাশ্যপ রায়ের সহযোগে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে রজতজয়ন্তী বর্ষের প্রদর্শনীর সূচনা হয়। কমবেশি ৪০০ দর্শক সমাগমে ছিল এই দিন।

প্রদর্শনীতে শিশুশিল্পী থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সবাই নিজ নিজ শিল্পকর্ম নিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন। ড. সুমিত ভট্টাচার্য্যের অসাধারণ সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি এক অন্যমাত্রা পায়। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন কৌশিক দাস, ড. সমদর্শী দত্ত, অর্পণ নন্দী, বর্ণালী পাল, সৌভিক ভট্টাচার্য, অঞ্জনা দাস, সায়ন পাল, মান্ত নস্কর, দেবাশিষ সরকার, সোমদত্তা রায়, সোম ঘোষ, ঈপ্সিতা মজুমদার, সঞ্জয় দে, সোনিয়া সাউ, রূপসা হীরা, অনুষ্কা সরকার, পৌলভী ঘোষ, শুভাঙ্গী মিশ্র, অনুদ্রিতা রায়, ঈশী সরকার, কাবেরী মণ্ডল, মৌবনী সোম, জুন মান্না, নীলার্ঘ্য পাল, তনভী তিওয়ারি, সায়ন্তনী সরকার প্রমুখরা চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে।

বহুদিন পর দীনবন্ধু মঞ্চে পুনরায় চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের যৌথ উদ্যোগে। সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। ১৭ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন ১টি করে সিনেমা দেখানো হয়। উৎসবে মিশর রহস্য, কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন, দাবাড়ু, প্রফেসর শঙ্কু, নয়ন রহস্য–এর মতো সিনেমাগুলি প্রদর্শিত হয়ছে। প্রাণবন্ত কচিকাচাদের উচ্ছ্বাসে ও তাদের হাসিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল উৎসব প্রাঙ্গন।

কথায় গানে রবি ঠাকুর

মলয় সুর : ১৫ জুন সন্ধ্যায় চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামে কথা–সুর আয়োজিত সঙ্গীত শিল্পী ছন্দা দত্তের কথায় ও গানে রবির গান পরিবেশন করলেন। অনুষ্ঠানে শিল্পী ছন্দা দেবী ঋকবেদ গানের অনুকরণে গুরুদেবের নিবেদন 'যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি যাই' সেই ভিন্ন স্বাদের গানটি দিয়ে সূচনা হয়। এছাড়া পাঠে স্মৃতিচারণায় গানের মাঝে কবিগুরু শান্তিনিকেতনের শিক্ষা পদ্ধতি, তাঁর ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা চুনে অন্য ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে একদিন স্থানীয় কালাচাঁদ ছাত্রের দুষ্টুমির কথা উল্লেখ করেন তিনি। এদিন শিল্পী ১৮টি গান করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শিল্পী অনবদ্য পাশ্চাত্য সংগীত পরিবেশন করেন। 'ইয়ে ব্যাংকস এন্ড ব্রেজস 'যা বাংলা গানে 'ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে।' এদিন শিল্পীকে যন্ত্র সংগীতে সহযোগিতা করেন– কিবোর্ডে সীমন্ত ভট্টাচার্য, পার্কাসনের স্বর্ণ চ্যাটার্জি, তবলায় বিজয় নন্দী ও অপূর্ব চ্যাটার্জী সারেঙ্গীতে। এদের যোগ্য সঙ্গতে অনুষ্ঠান অন্য মাত্রা পেয়েছিল। শিল্পীর সুরেলা দরদী কণ্ঠ শুনলে সত্যি অবাক হতে হয়। শ্রোতারা উপভোগ করলেন এক মনোরম সন্ধ্যা।

ইষ্টিকুটুমের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাওয়ালী জলসাঘর ও ইষ্টিকুটুম ভিলার যৌথ উদ্যোগে ১৪ জুন অনুষ্ঠিত হল কবিপ্রণাম ও স্বর্ণযুগের স্মরণীয় বাংলা গানের আসর। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জলসাঘরের সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শিপ্রা মণ্ডল ও রামচন্দ্র মণ্ডল। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতের প্রতি নীরবতা পালন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে শুরু হয় মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান। মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করে গীতিকার ও সুরকার সুকুমার দাস, সুরকার প্রণব দাস, তরুণ পাল, জুঁই পাল, স্নেহা পাল, তন্দ্রা দাস, উদীয়মান শিল্পী রিতিকা মাজি প্রমুখ। বাচিক শিল্পী ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শুভাশিষ চক্রবর্তী, তাপস রায় প্রমুখ, তবলা সহযোগিতায় ছিলেন নারায়ণ খাঁড়া, বাবলু খাঁড়া, শ্রীকান্ত পাল, সুব্রত পাল, শুভাশিষ দাস, সুবিন্দু বেরা, প্রভাস মাজি প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী। জলসাঘরের সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজে এই ধরনের সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা যথেষ্ট সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও সম্পাদক রাম চন্দ্র খাঁড়া উপস্থিত সকল শিল্পীদের তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দেশবন্ধু চিত্তঞ্জন দাসের মহাপ্রয়াণের শতবর্ষে দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রমে শ্রদ্ধা তর্পণ। আবাসিক ও বর্তমান আশ্রম পরিচালকরা পুষ্প অর্পণ ও সংগীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দেশবন্ধু এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসুকে। সেবাশ্রমের বর্তমান সভাপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক শুভেন্দু মৌলিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতি সদস্য সদস্যরা। আলিপুর বার্তার তরফ থেকে প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ করেন সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর পাত্রপাড়া মোড় আমরা সবাই পরিচালনায় ও মনসা পুজো উপলক্ষে অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ১৪৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পূজাপাঠ ছাড়াও

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এছাড়াও নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটে ও এই পুজো ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ জুন কলকাতার মহাজাতি সদনে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু শত বার্ষিকী পালন করা হল। প্রধান অতিথির ভাষণে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন, বর্তমান দিনে দেশবন্ধুর মত মহান মানবের বেশি করে প্রয়োজন বলে মনে করেন। দেশবন্ধুর নাতি প্রসাদ রঞ্জন দাস বহু মূল্যবান অতীত দিনের কথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশাত্ববোধক সংগীত পরিবেশন করেন ধ্রুব হালদার, অনিমা সরকার, ডলি ঘোষ, সাধনা গোলদার, রীনা দে ও চন্দ্রানী কর্মকার। আয়োজনে ও বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধুর পৌত্রি অদিতি মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বিন্দা শ্রীনিবাস, শরতচন্দ্র বসুর দৌহিত্র অভিজিৎ রায়, বিপ্লবী রাস বিহারি বোস রিসার্চ বিউরোর সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য্য, বঙ্গ সাহিত্য সাম্মিলনের সম্পাদক গোপাল চক্রবর্তী, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সভাপতি ড. শিশুতোষ সামন্ত, বিপ্লবী পরীক্ষিত মুখোপাধ্যায়ের নায়বউ মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ বিপ্লবী হরেন বাগচী বিশ্বাস সহ প্রমুখরা।

সুন্দরবনে শিক্ষা বিস্তারে ভারত সেবাশ্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের গরীব ও পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলিতে শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে চলেছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। সঙ্ঘ পরিচালিত সুন্দরবন এলাকার ৪০টি স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলের প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়ে শুরু হয় শিক্ষক সম্মেলন। বালিগঞ্জে সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে এই সম্মেলনের সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী সঙ্ঘাত্মানন্দ, স্বামী মহাদেবানন্দ ও স্বামী স্বাগতানন্দ। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, স্বামী প্রণবানন্দ চেয়েছিলেন গরীব মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তাদের সার্বিক উন্নয়ন। সেই লক্ষেই এগিয়ে চলেছে সঙ্ঘ। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, তাদের নীতি শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাছেন তারা।

কবিতা

মায়ের আহুতি
আরতি দে

উনুনে ফুঁ দিতে দিতে হৃদয় হল রিক্ত
কুলোর মাথায় খুঁদ–কুঁড়ো হয় না তাতে সিদ্ধ
মায়ের পাশে আছে বসে ছোট্ট ছেলে মেয়ে
খুঁদের ভাত বেগুন–পোড়া হাপুস খাবে বলে
ঝলসে গেছে বেগুন–শরীর অন্তর তবু শক্ত
কাঁচা বেগুন দাও না ভাতে হবে না মা মন্দ।
ছেলে মেয়ের মুখের হাসি মায়ের চোখে জল
পয়সাওলা বাপের মেয়ের এ কেমন হাল
ধৃতরাষ্ট্র সেজেছেন খোকা খুকুর বাবা
সন্তান স্নেহে গান্ধারী সাজেনি ওদের মা॥

(শহীদ নগর, কল–৭৮)

আলোর পথে সবাই
বিবেকানন্দ নস্কর

মা নামে এক মূর্তি গড়ে
রঙ তুলিতে রাঙাই
আলতা পায়ে কপালে টিপ
মায়ের মতো সাজাই।
কায়িক শ্রমে খড়–কাঠামোয়
ছোট্ট কুঠির বানাই
পূজার কদিন মনের সাথে
বাজে পাতার সানাই
শিশির মাখা পার্বণে মুখ
শারদ খুশি ছাড়াই
নিজের হাতে মাটির উঠোন
শিউলি দিয়ে ভরাই
মা নামে এক বোধের আলোয়
আলোর পথে সবাই
পর হয়েছে কাছের মানুষ
সফি সুদাম দু'ভাই॥

(সন্তোষপুর, চাঁদপালা, দঃ২৪ পরগণা)

আমার মা
সন্তোষ কুমার সরকার

মা আমার মিশে গেছে
আকাশে বাতাসে, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
নদ নদী পাহাড়ে পর্বতে
মরু প্রান্তরে, আলের ধারে —
যেখানে ঘাস ফুল দোল খায়
ফিঙে দোয়েল শিস্ দিয়ে যায়
বাদল রাতে শারদ প্রাতে
মনে ও দোল দেয়
সেইতো আমার বাংলার মাটি মা।

(যাদবপুর, কল–৩২)

ভাঙ্গা পাথরবাটি
হিমাংশু শেখর মাইতি

আধুনিকতার পরশ পাথর মানব জীবন ধন্য
নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই ভাবে না কারোর জন্য
জনক জননী, ভাই বোন সবাই হয়েছে পর
স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সাজায় সুখের ঘর
ভেবে দেখেনা আমিও তো কারো না কারোর সন্তান
তাদের প্রতি দায় দায়িত্ব রয়েছে নাড়ীর টান।
বৃদ্ধ বয়সে সন্তান যদি করে অবহেলা,
তখন উপলব্ধি হয় বেঁচে থাকার জ্বালা
যতই করো আফসোশ হোক না অনুশোচনা
ভাঙ্গা পাথর বাটির গল্প অলীক ভেবো না॥

(সাগর, দঃ চব্বিশ পরগণা)

একটি বাসনা
পার্থ সারথি সরকার

জীবনের হাত পেতে আমি শুধু ক্ষুধা পাই
জীবনের হাতে আমি শুধু অনাহার খাই
জীবন আমার পায়ে টলে, অশ্রুতে ভেজাই ক্ষুধা
রুটির সারিতে আগুন জ্বলে, নাড়িতে পোড়ে মেধা
আমি চাই না যুদ্ধ, মৃত্যুর উৎসব ভাই
আমি শান্তির গান গাই, শান্তির ভাত চাই
আমি চাই না ধর্ম, জেব্রায় রাঙানো ভুবন
চাই না অস্ত্রের মিছিল, কবরের মিছিল
আমি একটা ভালোবাসার মিছিল চাই
একটা মানুষের মিছিল চাই।

(হরিদেবপুর, কলকাতা–৮২)

মন
অরবিন্দ দাস

হাল ছাড়া তরী অচল, মন ছাড়া জীবন
জীবনে মনের বিপুল ব্যাপ্তি অবাধ বিচরণ
নব নব রূপে মনের প্রকাশ চিন্তায় ভর করে
হর্ষ বিষাদ সুখ ও দুঃখ জমে জীবনের ঘরে
কর্মাকর্ম ধর্মাধর্ম শ্রদ্ধা ও প্রেমপ্রীতি
দুর্বল মনে সংশয় কাজে বাধা দেয় লাজ ভীতি
মনের আবেগে সৃষ্টি ধ্বংস পাপ পুণ্যের খেলা
কল্পনা যোগে পাখনা মেলাই কাব্যে প্রাণের মেলা
শত্রু যারা শৃংখলে বাঁধি ক্ষমতায় এঁটে ফন্দী
মনৌদার্যে ক্ষমার আলোয় শত্রুর সাথে সন্ধি।
মন দ্রুত ধায় দুর্দমনীয় সিন্দুকে কি পোরা যায়
স্বপ্ন দেখায় হাসায় কাঁদায় আশা আর নিরাশায়
শৈশবে মন স্নিগ্ধ সবুজ কৈশোরে কুঁড়ি ফোটে
যৌবনে তার দীপ্ত প্রভায় আনন্দ লহরী ওঠে
বার্ধক্যের অভিজ্ঞতায় মন স্থির গতি ম্লান
ধীর স্থির মনে সাধনা সিদ্ধি সেই জনে সঁপি প্রাণ
মন দেয়া নেয়া মনের খেলায় যদি মনে ধরে চিড়
আত্মহননের উন্মাদনায় মন হয় অস্থির
মনেই শক্তি মনেই ভক্তি, মনে গড়ি দেবালয়
মনের ময়লা সাফ করে দেখো জয় পাবে নিশ্চয়॥

(রাজারামপুর, শীতলাতলা, দঃ ২৪ পরগণা)

বর্ষার দুপুর
মিনু প্রধান মণ্ডল

বর্ষার দুপুর, উড়ো উড়ো বৃষ্টি
হাতে ছাতা নেই
রুদ্ধশ্বাস চেপে আকাশভাঙা বৃষ্টি
ইচ্ছে ছিল আজ ভিজব একাই
তুমি ছাড়া আজ সপসপে হয়ে
চুল খুলে নিজেকে ভেজাবো
দু–হাত ভরে বৃষ্টিজল ছাতাকে ভেজাবো
বোকা মেয়েটাকে রাস্তা পারাপার করে
বেপরোয়াভাবে আপাদমস্তক ভেজাবো
এদিক ওদিক — সারা পাড়া দেখে বলে বলুক
মেয়েটার অমন মখমল নীল শাড়ীটা ভেজাবো

(শ্রীকলোনী, কলকাতা)

বর্ষারে আয়
রীতা ঘোষাল

বর্ষারে তুই আয়
রিমঝিম শব্দে নৃত্যের তালে
ঝমঝমাঝম্ বারিপাতে
মেঘপরীরা কথা বলে
আকাশ গাঙের ঝর্ণা এসে
জীবন দেবে পৃথিবীকে
লতা গুল্ম গাছপালা সব
আনন্দেতে নাচবে তারা
মা মাটি মা বেঁচে উঠবে
তোরই দানের অঞ্জলিতে॥

(পঞ্চাননতলা, কলকাতা–৪১)

অন্ধকারে
অমিতাভ মাইতি

সারাদিন ক্লান্ত হয়ে পড়ি ব্যস্ত শহরের বেড়াজালে
মধ্য রাতে ঘন অন্ধকার ভেদ করে ল্যাম্পপোস্টের আলো
শোনা যায় পেঁচার কর্কশ ডাক আর বাঁদুড়ের ঝাপ্টানি
এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে স্বাধীন কুকুরেরা।
তবুও মনে প্রবল বাড়িতে ফেরার আশা
শুধু ভয় জাগে মনে, ঐ দু–পেয়ে প্রাণীদের জন্য
দুরুদুরু বুক শিহরিত হই
নিজের ছায়া দেখে শঙ্কায়িত মন।
অবশেষে ভোরের পাখির ডাক
ধ্বংস করে অন্ধকারের শিকল
সূর্যের আলোয় সবুজের আড়ম্বর দেখে
মনে জাগে শান্তি।

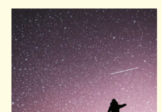

(হরেন্দ্রনগর, দঃ২৪ পরগণা)

মুচমুচে ফুচকা
ভরত বৈদ্য

গপ্ করে খেতে হয় তাই নাম গোলগাপ্পা
টক–ঝাল–আলু আছে, নেই কোন ধাপ্পা
মচ্ করে ভেঙে পেটে ঝাল আলু চটকে
তেঁতুল জলেতে ডুবে মুখে ঢোকে মচকে।
অদ্ভুত নাম কেন বাংলার ফুচকায়
মাথাহীন ফাঁকা দেহ, সব্বাই মচকায়
প্রেম জমে ক্ষীর হয় টক–ঝাল–লঙ্কা
প্রেমের মতোই স্বাদ খেও দই ফুচকা
সংকোচ ভুলে সব হাঁ করে গেলে
হাতের বাটিতে ফুচকাটা এলে
জিভে জল আসবেই খেলে চুরমুর
ফুচকার জয় হোক, ভয় হোক দূর॥

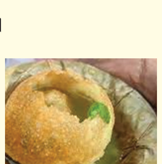

(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)

মুখোশ
ইলা দাস

মুখোশ পারে নি ঢাকতে
চোখ দু'খানি
কারণ চোখেরা মিথ্যে বলে না
মিথ্যে বলে তারাই —
যে চোখের চাহনিতে থাকে
শুধুই লোলুপতা

(পাটুলি–বৈষ্ণবঘাটা,কলকাতা)

সুন্দর জীবন লাভ
অশোকানন্দ

ত্যাগের কথা শোনাতে চাই
প্রতিটি মানবের কানে
নব প্রজন্মের নূতন রক্ত সঞ্চারি প্রাণে প্রাণে
কুসংস্কার মিথ্যা আচার, ভান আর অবিনয়
অহংকারের উল্লাস আর ভয় ও অভিনয়
সব ভাসিয়ে দেব মহাসাগরের পানে
উপাড়ি পাহাড়, উগরি বজ্র তাণ্ডব কলতানে।
কোটি শতাব্দীর সঞ্চিত পাপ করবি রে মোকাবিলা
সুন্দর জীবন করব লাভ সফল আত্মদানে।

(হালতু, কলকাতা–৭৮)

সংক্রমণ
ভীম ঘোষ

কেউ জানতে চায়নি আমি কেন
বিপরীতে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে
খিড়কির দুয়ারে
এখানে সবার স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে তুচ্ছ কল্পনায়
বিশ্ব প্রকৃতির মৃত্যু ছবিতে
প্রতিবাদী ঝড়, খোল করতালে
লড়াই–এর প্রতিধ্বনিতে
আঁচলার গর্ভে রোপণ করি
মানবতা–স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে।
কুচক্রী সভ্যতার অবগাহনে
সৃষ্টি করি রেখাপাত আঙুলির নিজস্ব ভূমিতে
পুনরায় চাতালে তুলেছি ঝড়
ছেঁটে দিচ্ছি কুটিল ইতিহাস।

(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

রোদ্দুর
দত্তা রায়

কটাক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আমি অসহায়
প্রশ্নের বিনুনিতে মেঘলা আকাশ,
আজ ছুটে পালাই, কাল রোদ্দুর হতে চাই
মেঘের কোণে লুকিয়ে,
খাল বিল নদী, পার হয়ে যাই
জানি ধরা পড়বই না,
উচাটন হৃদয় মাঝে শুধু বিলের জলে
একলা আকাশ মুখ লুকোব
তোমার সাতরঙা রঙ
রামধনুতে॥

(গঙ্গারামপুর, দঃ আলিপুর, দঃ২৪ পরগণা)

অভয়া
শাহর–উল–ইসলাম

অভয়া তুমি দাঁড়িয়ে আছো শেষ বিচারের আশায়!
বিচার তো ওরা করবে না, ছুঁড়ে দেবে অপবাদ।
ওরা জেলে গেছে, তুলবে তুমি প্রতিবাদের ঝড়
তাইতো তোমাকে করেছে খুন, প্রমাণ করেছে লোপাট।
এ কি! অভয়া কাঁদছো তুমি, ফেল না চোখের জল
দু চোখে তুমি আগুন জ্বালো, হাতে নাও তরোয়াল
হাজার দুর্গার মাঝে জাগো মা তুমি, করো গো অসুর বধ।

(বাংলা, কামারপোল, দঃ২৪ পরগণা)

শপথের পরিহাস
সৌমিত্র কুণ্ডু

জীঘাংসা ...শুধু জীঘাংসায় পরিপূর্ণ সমাজ
মানবাধিকার শব্দে ধরেছে ঘুণ
শপথ বাক্যের জলাঞ্জলি দিয়ে প্রতিশ্রুত সমাজ
লোভ লালসায় মত্ত হয়ে জলাশয়ের গভীরে বাসা বাঁধে
মিথ্যাচারিতা খেলে বেড়াচ্ছে দুর্নীতির ওই আস্তাকুঁড়ে
আর প্রবৃত্তির মখমলে উন্মত্ত মাছির ভনভন শব্দে
দুস্কৃতকারীর বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠছে তেড়েফুঁড়ে।
সততা দীনতায় নিলাজ হয়ে, অবসাদে ভুগে ভুগে
প্রভাবশালীর মিথ্যাচারিতার কাছে
কেহ মাথা নত করে, কেহ মাথা দেয়।
প্রতিশ্রুত সমাজের দিকে তাকিয়ে
সুভাষের প্রাণ আজও কেঁদে মরে
ভণ্ডদের দিকে হতবাক হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে
শপথের পরিহাস দেখে হা–হুতাশের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

(রামজীবনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর)

সময় ফুরিয়ে গেলে
তীর্থঙ্কর সুমিত

সময় ফুরিয়ে গেলে
নিজস্ব প্রতিবেদনে উঠে আসে সময় চেতনা
হিসেবের তর্জমায় আঙুলের শিলালিপি
একদিন ইতিহাস হবে।
ন হন্যতে যত আলোচনা
বিস্তারিত পথ অতিক্রম করে
তোমার দরজায় —
ভালোবাসার নোটিশ বোর্ডে লেখা থাকবে
দুরন্ত ঘোড়ার উচ্ছ্বাস।

(মানকুণ্ডু, হুগলী)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

ভারতীয় ফুটবলে ‘ঘুমন্ত দৈত্য’র ঘুম আর কবে ভাঙবে

সুমনা মণ্ডল

শেপ ব্লাটার একসময় বলেছিলেন, ভারত ফুটবলে ঘুমন্ত দৈত্য! এরপর গঙ্গা দিয়ে কত জল বয়ে গিয়েছে। ঘুম আর ভাঙেনি। বিশ্বকাপ ১০০ দলের হলেও সেখানে ভারতের সুযোগ মিলবে না এত পিছনে, এমনকী এশিয়ান কাপেও যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না সাম্প্রতিক ভারত। ভারতীয় ফুটবল দল ১৫৭ নম্বরে থাকা হংকংয়ের কাছে ০–১ গোলে হারের পর গোটা ভারতীয় ফুটবল মহলে ক্ষোভ এবং হতাশার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে। কেন পারে না ভারত? প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা। এই গানের কথাগুলোই এখন কার্যত ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল মহলে। দেড়শো কোটির দেশে ১৫ টা ফুটবলার নেই যাঁরা অন্তত ৯০ মিনিট লড়াইটুকু দিতে পারবে? ফুটবল মহলে কান পাতলেই বোঝা যায়, ভারতীয় ফুটবলে অনেক কিছু থেকেও নেই। আবার অনেকে সবকিছু জেনেও কিছু জানেন না। কারণ মুখ খুলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার সাহস কারও নেই।

বল পায়ে ড্রিবল থাকুক না থাকুক, পরস্পরের পিঠ চুলকে আর লবি বানিয়ে ফুটবলতন্ত্রের মাথায় বসে থাকাই এখন ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় স্কিল। এ লজ্জা ঢাকবে কীভাবে!

মানোলো মার্কুয়েজের অন্তর্গত ১৮ মাসে ১৬ ম্যাচ খেলে ভারতীয় দল মাত্র একটাতে জয় পেয়েছে, তাও ঘরের মাঠে দুর্বল মালদ্বীপের বিরুদ্ধে। এই হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর দায়ভারের খেলা শুরু হয়েছে। বছর সাতেক আগের কথা। ফিফা ক্রমতালিকায় ভারতের ঠিক এক ধাপ উপরে ছিল উজবেকিস্তান। ভারতের মতোই সে দেশের ফুটবলও অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ ছিল। মাঝের ৭ বছর সব বদলে দিয়েছে। উজবেকিস্তান শুধু তরতর করে উপরের দিকেই ওঠেনি, কিছু দিন আগে প্রথমবার ফুটবল বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করে নিয়েছে। ৬ বছর আগে ৯১তম স্থানে থাকা জর্ডানও পরের বছর বিশ্বকাপ খেলবে। আর ভারত? নামতে নামতে তারা এখন ১২৭–এ। পতন যে ভাবে চলছে তাতে আরও তলানিতে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে ড্র, থাইল্যান্ডের মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশের কাছেও হারতে হয়েছে।

আইএসএল ঘিরে যতই আলো–আড়ম্বর থাকুক না কেন, সেখান থেকে উঠে আসছে না এমন কোনও প্রতিভা, যাকে ঘিরে আগামীদিনের স্বপ্ন দেখা যায়। এমনকী চল্লিশের কোঠায় পা রাখা সুনীল ছেত্রীর মতো এক কিংবদন্তিকে অবসর ভেঙে ফিরতে হচ্ছে জাতীয় দলের গোলের আশায়—এ এক বিস্ময়কর অথচ বাস্তব ছবি।

আসলে এখন ভারতীয়রা নীতি বোধের চর্চার থেকেও নায়কপূজায় বেশি স্বচ্ছন্দ। চলছে ফুটবলার কোটা থেকে এজেন্টদের কামানোর দাপট। দালালরূপীরাই দল পাইয়ে দিচ্ছেন। গুণের চেয়ে বেশি টাকা পাইয়ে দিচ্ছেন ফুটবলারদের। কে বা কারা এই সব করছেন, তাদের নাম জানার পরেও তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কেউ নেই। বরং তাদের তালে তাল দেওয়াই বিধেয়। তাই অদূর ভবিষ্যতে অন্তত এই আঁতাত ভাঙার খুব একটা আশা নেই। এমনিতেই ফেডারেশনের ঘটি বাটি সবই এফএসডিএলের কব্জায়। তার মধ্যে তৃণমূল স্তর থেকে খেলোয়াড় তুলে আনার খরচ কমিয়ে, টাকা ঢালা হয়েছে পিআর অর্থাৎ আত্মপ্রচারের খাতে। গত কয়েক বছর ধরে এই অধঃপতন চলছে। কোচের পর কোচ আসছেন। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ। যত রমরমা আইএসএল–এর। বিস্ময়কর! অধঃপতনের কারণ অবশ্য একাধিক। যেসব দেশ ফুটবলে ধারাবাহিকভাবে সফল, তাদের অন্যতম ভিত্তি হল শক্তিশালী তৃণমূল স্তর। ছোটবেলা থেকে প্রতিভা খুঁজে বার করা, প্রশিক্ষণের সঠিক সুযোগ, এবং কাঠামোগত সহায়তা—এসবের অভাবেই ভারত পিছিয়ে পড়ছে। দেশে নেই কার্যকরী ট্যালেন্ট স্কাউটিং ব্যবস্থা, নেই পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন ফুটবল অ্যাকাডেমি, নেই উন্নত প্রশিক্ষণব্যবস্থা বা সঠিক ক্রীড়া সরঞ্জাম। আর আছে ফেডারেশনের অপেশাদারিত্ব। দেখে নিন কত খামতি ভারতীয় ফুটবলে।

তৃণমূল স্তরে ফুটবলার বাছাইয়ে দুর্বল

খুব ছোট বয়স থেকে ফুটবলার তুলে আনা এবং তাদের দেখাশোনার কাজ, এখানেই সবচেয়ে পিছিয়ে ভারত। এ দেশের ফুটবলে না আছে তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনার উৎসাহ, না আছে প্রতিভা খোঁজার জন্য ‘স্কাউট’। না আছে ভাল মানের অ্যাকাডেমি, না আছে উন্নত মানের কোচিং। কোনও খুদে শিক্ষার্থী বড় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখলেও সঠিক পরিকাঠামো এবং যন্ত্রপাতির অভাবে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ইদানীং আইএসএল–এর বিভিন্ন দল খুব মন দিয়ে অ্যাকাডেমির কাজ করছে। পঞ্জাব, ওড়িশা, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল যুব ফুটবলের দিকে বেশি করে নজর দিচ্ছে। কাজ করছে রিলায়্যান্সও। ফেডারেশনের এলিট অ্যাকাডেমিগুলিও উদ্যোগ নিচ্ছে ভাল কিছু করার। তা সত্ত্বেও সামগ্রিক চিত্র খুব ভাল নয়। ঠিকঠাক কাজ হলেও ফল পেতে অনেক সময় লাগবে। আর আছে টাকা। টাকা দিলেই মিলে যাচ্ছে আকাডেমিতে সুযোগ। লাগছে না প্রতিভা। টাটা ফুটবল একাডেমির পর বাংলাতেই ছিল মোহনবাগানের একাডেমি। ছিল ফেডারেশনের পৈলান। এখন এসব অতীত।

ভারতীয়দের সুযোগ কম

ভারতে নাকি গোল করার লোক নেই! থাকবে কীভাবে! আইএসএল–এ কোটি কোটি টাকা ওড়ে। সাধারণ মানের ফুটবলারেরাও বিরাট বেতন পান। তবে তাতে ভারতীয় ফুটবলের কোনও উন্নতি হয় না। কারণ, বেশিরভাগ দলেই সাফল্যের নেপথ্যে বড় ভূমিকা থাকে বিদেশি ফুটবলারদের। বেশি বেতন তাঁরাই পান। বিদেশি নির্ভরতার কারণে দেশীয় ফুটবলারেরা নিজেদের প্রমাণ করার যথেষ্ট সুযোগও পান না। আইএসএলে প্রতিটা দলের আক্রমণভাগেই নেতৃত্বে বিদেশিরা। ভারতীদের সেখানে সুযোগই নেই।

বাকি প্রতিযোগিতা গুরুত্বহীন

ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলি চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হতে থাকে। ফেডারেশন কাপের মত টুর্নামেন্ট বন্ধ করে দিতে হল শুধুমাত্র কর্পোরেট লবির চাপে আইলিগ ১–২ ক্রমশই পরিণত হতে থাকলো তৃতীয় শ্রেণির প্রতিযোগিতাতে। আর আইএসএলে এজেন্ট রাজের মাধ্যমে প্লেয়ারদের পারিশ্রমিক অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি করা হল। এতে লাভবান হলেন কিছু সিনিয়র প্লেয়ার আর প্লেয়ার কেনা বেচা বা লোন ডিলের মাধ্যমে কিছু কর্পোরেট টিমের মালিকরা। তারা প্রয়োজনের অধিক প্লেয়ার সাইন করিয়ে রাখছেন লোন ডিলের মাধ্যমেই লাভ করার জন্য। আর জুনিয়র প্লেয়ার গুলি ম্যাচ টাইম না পেয়ে ক্রমশই হারিয়ে যেতে বসেছেন। সুনীল ছেত্রী দের বিকল্প না পাওয়ার অন্যতম কারণ এই কর্পোরেট কালচারের নামে অনাচার।

গোড়ায় গলদ সিস্টেমেই

ভারতের ঘরোয়া লিগ চলে ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলে। যেখানে প্রোমোশন–রেলিগেশনের কোনও ব্যাপার নেই। গোটা বিশ্বের ফুটবল যে পদ্ধতিতে চলে, ভারতে তার উল্টো! ফলে ডেম্পো, চার্চিল ব্রাদার্সের মতো ভারতীয় ফুটবলের ঐতিহ্যশালী দলগুলো এখনও প্রথম সারির আইএসএল–এ খেলতে পারেনি। আইএসএল ক্লাবগুলিকে প্রতি বছর ‘ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি’ বাবদ ১২–১৬ কোটি টাকা দিতে হয়। বদলে তারা লিগের লভ্যাংশ পায়। আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএল–এ যোগ্যতা অর্জন করলে সেই ‘ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি’ দিতে হয় না। তবে লভ্যাংশও পাওয়া যায় না। ২০২৩ সালে পঞ্জাব এফসি আই লিগ থেকে আইএসএল–এ আসার সময় ‘ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি’ দিয়েছিল। ফলে তারা লভ্যাংশও পেয়েছে। ২০২৪–এ মহমেডান ‘ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি’ দেয়নি, লভ্যাংশও পায়নি। দিন দিন খেলোয়াড়দের বেতন বাড়ছে। ক্লাব চালাতেও প্রচুর খরচ। লাভ না থাকলে দীর্ঘ দিন ক্লাব চালানো মুশকিল। এফসি পুণে সিটি, দিল্লি ডায়নামোজের মতো ক্লাব উঠে গিয়েছে। হাতবদল হয়েছে হায়দরাবাদ এফসি–রও। তাই এখানে কোনও ক্লাব ফুঁসছে আর কোনও ক্লাব ধুঁকছে। অথচ বিদেশের নিয়ম আলাদা। ইউরোপে শুধু চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন করলেই ১৭০ কোটি টাকা আয় করা যায়। ভারতে সে সব নেই। আইএসএল–এর লাভ আসে স্পনসরশিপ, সম্প্রচার স্বত্ব এবং ম্যাচের দিন টিকিট বিক্রি থেকে। কিন্তু পারফরম্যান্সের জন্য আলাদা অর্থ না থাকায় কোনও দলই পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ।

বিদেশি কোচের ওপর নির্ভরশীল

জাতীয় দল হোক বা ফ্র্যাঞ্চাইজি দল বিদেশি কোচ ছাড়া যেন গতি নেই। গত দেড়–দু’দশক ধরে ভারতীয় ফুটবল পুরোপুরি বিদেশি কোচের উপর নির্ভরশীল। দেশীয় কোচেদের মান দিন দিন খারাপ হয়েছে। আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য ভারতীয় কোচেদের কৌশল, তথ্যনির্ভর অনুশীলন এবং প্রতিটি ফুটবলার ধরে ধরে তার দিকে আলাদা নজর দেওয়া দেখা যাচ্ছে না। অনেকে বড়াই করে বলেন, দেশীয় কোচেদের অমুক ডিগ্রি, তমুক ডিগ্রি রয়েছে। কিন্তু আধুনিক ফুটবলে মস্তিষ্কের পাশাপাশি এখন যে ভাবে নিত্যনতুন প্রযুক্তির আমদানি হচ্ছে, তার সঙ্গে যে তাঁরা পরিচিতই হতে পারছেন না সুযোগের অভাবে। জাতীয় দলে বব হাউটন, উইম কোভারমার্স, স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন, ইগর স্টিমাচ ঘুরে এখন মানোলো মার্কেজ়। এত ঘন ঘন কোচ বদলালে খেলোয়াড়েরা মানিয়ে নেবে কী করে?

বয়সভিত্তিক দলের দক্ষ কোচিংয়ের অভাব

আগে বয়সভিত্তিক কোচদের কমপক্ষে দেড়–দু’বছরের জন্য চুক্তি করে দায়িত্ব দেওয়া হতো অনূর্ধ্ব ১৭, ১৯, ২১ বছর বিভাগে। একসময় ভারতের বয়সভিত্তিক টিমের কোচ ছিলেন কলিন টোল। প্রায় বছর চারেক তিনি এই পদে থেকে প্রচুর ফুটবলার তুলে এনেছিলেন সিনিয়র টিমের জন্য। যাঁদের মধ্যে প্রীতম কোটাল, প্রবীর দাস, গুরপ্রীত সিংরা রয়েছেন। কিন্তু এখন এই বয়সভিত্তিক টিমগুলোতে যাঁরা কোচ হচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে চুক্তি মাত্র তিন মাসের। সাফল্য পেয়েও ফ্লয়েড পিন্টো, ইসফাক আহমেদ, বিবিয়ানো ফার্নান্দেসরা পাকাপাকিভাবে জাতীয় কোচিং পাননি। ক্লিফোর্ড মিরান্ডা, নৌসাদ মুসারা আসছেন–যাচ্ছেন।

টেকনিক্যালি ও শারীরিকভাবে পিছিয়ে

ভারতে ফুটবলারদের এত দেরিতে তুলে আনা হয় যে, দেশের হয়ে সুযোগ পেতে পেতে অনেক সময় চলে যায়। শেষ কবে ভারতীয় দলে ২০ বছরের কমবয়সি ফুটবলারের অভিষেক হয়েছে, তার উত্তর চট করে দেওয়া যাবে না। ফুটবলশাস্ত্র বলে, অন্তত ৬ বছর বয়স থেকে কোচিং শুরু হওয়া উচিত। শুধু খেলাধুলো নয়, সেই খুদেদের সচেতন করা উচিত ক্রীড়াবিজ্ঞান, পুষ্টি এবং ফিটনেস নিয়েও। উঠতি ফুটবলারেরা কীভাবে নিজেদের পেশি শক্তিশালী করতে পারে, দেহের কোথায় জোর বেশি দরকার, কীভাবে শারীরিক জোরে বাকিদের টেক্কা দেওয়া যাবে— এ সবই শেখাতে হবে ছোটবেলা থেকে। ভারতে বেশির ভাগ ফুটবলার আসেন দরিদ্র পরিবার থেকে। তাঁদের জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সঠিক পুষ্টি। আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার দেশগুলির খেলোয়াড়েরাও দরিদ্র পরিবার থেকে আসেন। কিন্তু জিনগতভাবে তাঁদের পেশির গঠন শক্তিশালী। যা ভারতে হয় না। আন্তর্জাতিক স্তরে টিকে থাকতে গেলে শারীরিক সক্ষমতা দরকার।আবার শারীরিক সক্ষমতা থাকলেও অনেকের টেকনিক নেই। এই সামঞ্জস্যটা দরকার। মেন্টাল কন্ডিশনিং এবং চাপ সামলানোর দক্ষতা, ফিটনেস এবং টেকনিকের পাশাপাশি ফুটবলে মানসিক জোরও জরুরি। আধুনিক ফুটবলে শুধু দক্ষতা থাকলে হয় না। ঠান্ডা মাথা, বুদ্ধি এবং মানসিক কাঠিন্য দরকার। ভারতের ফুটবলারদের মধ্যে মানসিক কাঠিন্যের অভাব। চাপের মুখে তাঁরা ভেঙে পড়েন।

বিদেশে প্রশিক্ষণের অভাব

এশিয়ায় জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরানের মতো শক্তিশালী দেশগুলি নিয়মিত নিজের দেশের ফুটবলারদের ইউরোপে খেলতে পাঠায়। ইউরোপের ক্লাবে তৃতীয় সারিতে খেলেও যে উপকার হয়, এশিয়ার ক্লাবে প্রথম সারিতে তা হয় না। এই মনোভাব ভারতে নেই। এখানে দেশের লিগে এত টাকা, যে বিদেশে খেলতে যাওয়ার আগ্রহ দেখায় না কেউ। বিদেশে টাকা কম, থাকা–খাওয়ার খরচ বেশি হলেও যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা ভারত কেন, এশিয়ার সেরা দেশে খেলেও পাওয়া যাবে না। এত কিছু জানা সত্ত্বেও গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুর মতো গোলকিপার নরওয়ের প্রথম সারির ক্লাব স্টেবায়েকে খেলেও ভারতে ফিরে আসেন বেশি টাকার জন্য।

মন ভোলাতে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ

গত কয়েক বছর ভারতীয় দল যে সব দেশের বিরুদ্ধে খেলেছে, তারা হয় ভারতের থেকে ক্রমতালিকায় সামান্য উপরে বা নীচে। এতে কোনও দিন বড় মাপের প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য তৈরি হওয়া যায় না। ক্রম তালিকায় যত উপরের দিকে থাকা দলের বিরুদ্ধে ভারত খেলবে, তত ভাল। দরকারে বিদেশে শিবির করতে হবে। তাতে গতি, টেকনিক এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াও শেখা যাবে। যে হংকংয়ের বিরুদ্ধে ভারত খেলল, তারা কিছুদিন আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। আর ভারত প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলার রাজ্য দল এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা দলের সঙ্গে!

লক্ষ্যহীন ফেডারেশন

ষাট বা সত্তরের দশকে এশিয়া দাপাত ভারতীয় ফুটবল। তারপর ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে তারা। যার মূল কারণ অপেশাদারিত্ব। একের পর এক ‘ভিশন’, ‘টার্গেট’ প্রকল্প চালু হয়েছে। কোনওটিই বাস্তবায়িত হয়নি। ফেডারেশনের কাজকর্মে পেশাদারিত্ব দেখা যায়নি। ফুটবলের বাণিজ্যিকীকরণ কীভাবে করতে হয়, সেটাই শিখে উঠতে পারেনি তারা। বিভিন্ন পদে থাকা কর্তা, বকলমে রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার লড়াই, সঙ্কীর্ণ ভাবনাচিন্তা, দুর্নীতিতে শেষ হয়ে গিয়েছে ফেডারেশনের কাঠামো। বর্তমান ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের আমলে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাতে কোনও দিক থেকেই ভারতীয় ফুটবলের লাভ হয়নি। বছর দুয়েক আগে আচমকা সন্তোষ ট্রফির মতো প্রতিযোগিতার শেষ পর্ব খেলানো হয়েছে সৌদি আরবে। তাতে ফুটবলার এবং কিছু কর্তার বিদেশভ্রমণ হয়েছে শুধু। সভাপতি হওয়ার পর কল্যাণ বিভিন্ন দেশে ঘুরে সে দেশের ফুটবল সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছেন। তার কোনটির কী অবস্থা, সে সম্পর্কে কোনও তথ্য জানানো হয়নি। ফলে ভারতীয় ফুটবলে ‘ঘুমন্ত দৈত্য’ জেগে ওঠার জায়গায় আরও ঘুমিয়ে পড়েছে।

আতশ কাচে

বাংলার ক্রিকেটে সম্ভাবনার হাতছানি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৫ জুন মহিলাদের প্রতিযোগিতায় শ্রাচি রাঢ় টাইগার্সের থেকে ৩ উইকেটের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নেয় রাশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শ্রাচি রাঢ় টাইগার্স ২০ ওভারে ১০২/৬ রানের করে। পিয়ালী ঘোষ ৩৩ রানে অপরাজিত থাকে। প্রত্যুশা দে, প্রেয়শ্রী পান্ডে, চন্দ্রিমা বিশ্বাস এবং রোশনি খাতুন একটি করে উইকেট নিয়ে টাইগার্সকে আটকে রাখেন।

১০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রাশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস ১৯.৩ ওভারে ১০৪/৭ রানে পৌঁছায়। ষষ্ঠী মণ্ডল ৩০ রান করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান, যাকে সমর্থন করেন ইপ্সিতা মণ্ডল, যিনি মূল্যবান ২৮ রান যোগ করেন। শ্রাচি রাঢ় টাইগার্সের শ্রীয়া কারার ২০ রানে ৩ উইকেট নেন, উইজার্ডস শেষ ৩ বল বাকি থাকতে জয়টি নিশ্চিত করে।

লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স ৯ম ম্যাচে সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদাকে ৭ উইকেটে পরাজিত করেছে। টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নেওয়ার পর, লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স একটি দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে ১০ বল বাকি থাকতে জয় নিশ্চিত করে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা ২০ ওভারে ১৪০/৫ রান সংগ্রহ করে। শ্রাবণী পাল, ৪৮ বলে ৫৫ রান করেন, এবং সুকন্যা পারিদা, ২৫ বলেল ৩১ রান করেন। লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্সের জন্য অসাধারণ বোলার ছিলেন মিতা পল, ৪ ওভারে ২০ রানে ২ উইকেট নেন, এবং সালমা খাতুন, ৪০ রানে ২ উইকেট সংগ্রহ করেন।

উত্তর হিসেবে, লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স ১৮.২ ওভারে ১৪১/৩ রানে লক্ষ্য তাড়া করে। ইনিংসটি নেতৃত্ব দেন মিতা পল, ৬০ বলে ৮৯ রান করেন, যার মধ্যে ১৪টি চার এবং ১টি ছয় ছিল। পর্ণা পল দ্রুত ১১ বল থেকে ২৬ রান করেন। সোবিস্কো বোলারদের মধ্যে, নন্দিনী বিশ্বাস ছিলেন সবচেয়ে দামি, ৪ ওভারে ২৬ রানে ১ উইকেট নেন, এবং রিয়া কুমারি মহাতো ১ ওভারে ৫ রানে ১ উইকেট নেন।

মিতা পল তার দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন।

ইডেন গার্ডেন্সে আদামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স ১৭ ওভারের

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে রশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডসকে ৬ উইকেটে হারিয়ে চমকপ্রদ জয় তুলে নেয়। ম্যাচের নায়ক ছিলেন শাকির হাবিব গান্ধী, ৩৮ বলে অপরাজিত ৭৩ রানের ইনিংস খেলেন।

১৭৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে হাওড়া মাত্র ১৬.১ ওভারে ১৭৫/৪ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয়। গান্ধীর ইনিংসে ছিল সাতটি বাউন্ডারি ও চারটি বিশাল ছয়। তাঁকে দুর্দান্তভাবে সঙ্গ দেন প্রমোদ চণ্ডীলা, যিনি ৩২ বলে মূল্যবান ৪৩ রান করেন।

তার আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে মেদিনীপুর উইজার্ডস ১৭৪/৪ রান তোলে। রঞ্জোত সিং খাইরা (৪১ বলে ৫৯), সুদীপ চ্যাটার্জি (১৫ বলে অপরাজিত ৩৩) এবং বিবেক সিং (২৩ বলে ৩০) দলকে বড় রানে পৌঁছে দেন। হাওড়ার হয়ে কানিষ্ক শেঠ, সাক্ষম শর্মা, আমির গনি এবং অগস্ত্য শুক্লা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট নেন।

ছবি : প্রীতম দাস

অনুর্দ্ধ ১৭ ফুটবলে ডাক পেল দীপায়ন

প্রতিভার খোঁজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ক্যানিং শহরের মুখ উজ্জ্বল করে অনুর্দ্ধ ১৭ জাতীয় ফুটবল দলে সুযোগ পেল দীপায়ন গায়েন। ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের ২ নম্বর দিঘীরপাড় কাঠপোল এলাকার বাসিন্দা দম্পতি দীপঙ্কর ও প্রিয়ংবদা গায়েন। দম্পতির একমাত্র সন্তান দীপায়ন। ক্যানিংয়ের ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। দরিদ্র পরিবারের দীপায়নের বাবা সামান্য একজন সেলস্ ম্যান, মা গৃহবধু। দরিদ্রতার স্বত্তেও অবশেষে নিরুপায় হয়ে বারুইপুর দূর্বার স্পোর্টস ফুটবল একাডেমিতে ফুটবল প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যায়। সেখানে নজরে পড়ে প্রশিক্ষক কোচ রণজিত রায়ের। তিনি দীপায়নকে লুফে নেন। সেখানে ফুটবল প্রশিক্ষক আলিরেজা ও বিশ্বজিত গায়েনের কাছে শুরু হয় প্রশিক্ষণ পর্ব। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। ২০২৩–২৪ এ অনুর্দ্ধ ১৪ বাংলা ফুটবল দলে সুযোগ পায়। ২০২৫ এর প্রথমার্ধে অনুর্দ্ধ ১৫ দলে রিলায়েন্স ফুটবল লীগে সুযোগ পায় দীপায়ন।

গত ১ জুন অনুর্দ্ধ ১৭ জাতীয় ফুটবল দলের জন্য বাছাই পর্বে ডাক পায় ক্যানিংয়ের যুবক দীপায়ন। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বাছাইপর্ব শুরু হয়। এমন খবর ক্যানিংয়ের বাড়িতে পৌঁছায় ১১ জুন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে ক্যানিংয়ের কাঠপোলের গায়েন পরিবার। বর্তমানে কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও জয়ন্ত ব্যানার্জীর কাছে ফুটবল প্রশিক্ষণ চলছে।

অনুর্দ্ধ ১৭ জাতীয় ফুটবল দলে সুযোগ পাওয়া প্রসঙ্গে দীপায়ন জানিয়েছে, ‘মূলত আমি স্টপার। আগামীদিনে ভারতীয় ফুটবল দলে খেলতে চাই। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরে ফুটবল খেলে ক্যানিং ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে চাই।’

তার মা প্রিয়ংবদা দেবী জানিয়েছেন, ‘প্রতিদিনই ফুটবল নিয়ে ছেলের সাথে মাঠে যেতাম। ও খেলতো আমি বসে থাকতাম। ২০২৩ এ আন্তর্জাতিক ডানা কাপ খেলার জন্য ডেনমার্কে ডাক পেয়েছিল। অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য যেতে পারেনি। এবার ছেলে যে এমন আচমকা অনুর্দ্ধ ১৭ জাতীয় ফুটবলে সুযোগ পাবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।’

কোচ রণজিত রায় জানিয়েছেন, ‘হাতে গড়ে তৈরি করা আমার ছাত্র দীপায়ন অনুর্ধ ১৭ জাতীয় ফুটবল দলে সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে গর্বিত বলে মনে হচ্ছে। আগামীদিন নিশ্চিতভাবে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার ফুটবলকে উচ্চশিখরে পৌঁছে দেবে এবং গর্বিত করবে।’

শুরু হতে চলেছে
নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র
শিক্ষা প্রসার কর্মসূচীর অন্তর্গত
বিবেক জ্যোতি
শিক্ষাকেন্দ্র
ঝড়খালি বিদ্যাসাগর পল্লী, বাসন্তী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা
২২শে জুন ২০২৫, রবিবার, সকাল ১১টা
সহযোগিতায় ঝড়খালি সবুজ বাহিনী
প্রচার সহযোগী আলিপুর বার্তা
সবার সাদর আমন্ত্রন

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন’হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com